রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২৩, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**

**রপ্তানি-১ অধিশাখা**

**বিজ্ঞপ্তি**

তারিখ : ৩ মার্চ ২০২২

নং ২৬.০০.০০০০.১০০.৪২.০০১.২১-৩০—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এতদ্‌সংগে সংযুক্ত রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**নাজনীন পারভীন**
উপসচিব।

## রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪

### প্রস্তাবনা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি কৌশল (Export-led growth strategy) অনুসরণ করছে। রপ্তানি নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য আনয়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা। এতদ্ব্যতীত রপ্তানি সহায়ক পরিবেশের ক্রমাগত কাঙ্খিত উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন, বাণিজ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিকশিতকরণে রপ্তানি নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের অগ্রাধিকারমূলক পরিকল্পনা, রপ্তানি খাতের চাহিদা এবং বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যমূলক নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রতি ৩(তিন) বছর অন্তর রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় রপ্তানি নীতি-২০২১—২০২৪ প্রণীত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত অগ্রসরমান সোনার বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন এগিয়ে নিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য অনেক অর্জনের মধ্যে একটি হলো উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎযাপনের বছরে এ অর্জন একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল শর্ত পূরণে সক্ষম হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ-কে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বিশ্বে বাংলাদেশের পজিটিভ ইমেজ বিল্ডিং এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টির পাশপাশি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করবে। অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)'র আওতায় আন্তর্জাতিক বাজারে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত বাজার সুবিধা হারানো বা সীমিত হওয়া। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে প্রতিযোগী মূল্যে মানসম্মত রপ্তানি পণ্য ও সেবা উৎপাদন এবং বাজার বহুমুখীকরণ অত্যাবশ্যক। বাজার সুবিধা পুনরুদ্ধারে সম্ভাবনাময় দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ এবং উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি রূপকল্প গ্রহণ করেছে। রূপকল্প-২০২১ এ উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১—২০৪১ এ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হতে বাংলাদেশ-কে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এ উচ্চ আয়ের দেশ এ উন্নীতকরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পথ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১—২০৪১ এবং এসডিজি-২০৩০ বাস্তবায়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রণীত হয়েছে। রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ বাস্তবায়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে।

সরকার ঘোষিত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশল বাস্তবায়নে শ্রমঘন রপ্তানিমুখী শিল্প উৎপাদন, বৈচিত্র্যময় কৃষিপণ্য উৎপাদন, কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ, আধুনিক সেবা খাতকে শক্তিশালীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় RMG-কে শিল্পায়ন, জিডিপি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের ভিত্তি রচনাকারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে, পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে RMG'র পাশাপাশি Non-RMG খাত বিশেষকরে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ICT সার্ভিসেস, সফটওয়্যার, BPO, ট্যুরিজম খাত-কে অধিকতর সম্ভাবনাময় সেবাখাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্যে বৌচত্র্য আনয়নে মৎস্য, ফল, শাক-সবজি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশিয় শিল্পকে প্রয়োজনের অধিক সুরক্ষা প্রদান পরিহার করা, Anti-export bias হ্রাসে ট্যারিফ যৌক্তিকিকরণ এবং আমদানি করের উপর নির্ভরতা হ্রাসকরণ, বিনিময় হার আরো নমনীয় ও প্রতিযোগিতামূলক করা এবং ম্যানুফেকচারিং খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আকৃষ্টকরণে বিনিয়োগ পরিবেশ সংস্কারের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আর্থিক কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর নীতি ও কর প্রশাসনে সংস্কার আনয়নের মাধ্যমে কর-জিডিপি অনুপাত উন্নীতকরণ, আয়কর এবং সংযোজন করের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বেশ কিছু পলিসি গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছে।

এলডিসি গ্রাজুয়েশন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং উদ্ভূত সুবিধা সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে WTO'র বিভিন্ন চুক্তির আওতায় প্রদত্ত S&D সুবিধা আদায়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, রপ্তানি খাতে বিদ্যমান ভর্তুকি/প্রণোদনাসমূহ WTO'র বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ, পণ্য ও সেবা বহুমুখীকরণে সকল সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাতে প্রয়োজনীয় নীতি সুবিধা প্রদান, অগ্রাধিকারমূলক পণ্য ও সেবা খাত চিহ্নিতকরণ এবং বিশেষ নীতি সুবিধা প্রদান, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সুনির্দিষ্ট নীতি সুপারিশ, কমপ্লায়েন্স ও স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালনে উৎসাহ প্রদান, রপ্তানি শিল্পের পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান, শ্রমনির্ভর রপ্তানি খাতের প্রতি গুরুত্বারোপ, বাজার সম্প্রসারণে বিদেশস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসের বাণিজ্যিক উইংসমূহে গতিশীলতা আনয়ন, সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ, আন্তর্জাতিক মেলায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ, Ease of Doing Business বাস্তবায়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্দেশিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলের প্রতি রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ এ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ প্রণীত হয়েছিল। বৃহৎ অর্থনীতির দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও কৌশলগত বিরোধ এবং অর্থনৈতিক মন্দাভাব, কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে বৈশ্বিক চাপসত্ত্বেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পণ্যখাতে ১০.৫৫% রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবে, কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপি আমদানি-রপ্তানি ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এবং সাপ্লাই চেইনে বিঘ্ন ঘটায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পণ্যখাতে ঋণাত্বক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ১৫.১০% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সেবা খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। রপ্তানি নীতি

২০১৮—২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীজনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ সাফল্য অর্জিত হয়। প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান শিল্প ও বণিক সমিতি, বাণিজ্য সংগঠন, গবেষণা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ ও সংস্থার সাথে দীর্ঘ আলোচনা এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ প্রণীত হয়েছে।

সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যথা: গ্যাস, বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা সহজীকরণ, এনার্জি ঘাটতি দূরীকরণে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, রপ্তানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে লেন সম্প্রসারণ ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, পায়রা ও মাতারবাড়িতে দুটি গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন ও রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ, বাণিজ্য সহজিকরণে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ, চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরে মালামাল খালাস ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সহজিকরণসহ স্বাচ্ছন্দে ব্যবসা সম্পাদনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি বিষয়ে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ এর বাস্তবায়নে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

রপ্তানি বাণিজ্য একটি ক্রস কাটিং বিষয় হওয়ায় এর টেকসই উন্নয়ন শুধুমাত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপরই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্টতা। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের কার্যকর যোগসূত্র স্থাপনে রপ্তানি নীতি-২০২১—২০২৪ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এলডিসি গ্রাজুয়েশন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

## প্রথম অধ্যায়

### ১.০ রপ্তানি নীতি প্রণয়নে বিদ্যমান প্রেক্ষাপটসমূহ

### ১.১ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ চ্যালেঞ্জ:

জাতিসংঘ তার সদস্য দেশসমূহের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিচারে দেশসমূহ-কে উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সূচকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে যা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ কে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে মাথাপিছু জিএনআই, মানবসম্পদ সূচক (HAI), এবংঅর্থনৈতিক দুর্বলতা/ভংগুরতা সূচক (EVI) এ পর পর দুটি ত্রি-বার্ষিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হতে হয়। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP) তে ২০১৮ এবং ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত মূল্যায়নে উল্লিখিত তিনটি প্যারামিটারে উত্তীর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশের উত্তরণে উক্ত কমিটি সুপারিশ করে। বাংলাদেশের বিষয়ে CDP’র সুপারিশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেয়া হয়। সুষ্ঠু উত্তরণের লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ ২০২৬ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে।

এলডিসি গ্রাজুয়েশন বাংলাদেশের জন্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট। এলডিসি গ্রাজুয়েশন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা সৃষ্টির পাশাপাশি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করবে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তীতে বাংলাদেশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাজারে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত (DFQF) সুবিধা হারাবে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে EBA (Everything But Arms) স্কিম এর আওতায় সুবিধা সীমিত হয়ে আসবে যার ফলে গড় শুল্ক ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে যা রপ্তানি প্রতিযোগিতা-কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে মর্মে আশংকা করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রেফারেন্স ইরোশন, কঠোর রূলস অব অরিজিন প্রতিপালন, WTO'র বিভিন্ন চুক্তির আওতায় প্রদত্ত Special & differential (S&D) treatment সীমিত হয়ে আসা, নোটিফিকেশন সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা, কঠোর কমপ্লায়েন্স ও স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন, সরকার কর্তৃক রপ্তানি খাতে আর্থিকভর্তুকি প্রদানে কড়াকড়ি আরোপ, শ্রম অধিকার সুরক্ষা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আরোপিত হবে। TRIPS এর আওতায় স্বল্প মূল্যে পাঠ্যপুস্তকের সুবিধা, ফার্মাসিউটিক্যাল এর ক্ষেত্রে পেটেন্ট মওকুফ এবং অন্যান্য পেটেন্ট-সম্পর্কিত নমনীয়তা যা এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল হওয়ার পরে আর পাওয়া যাবে না। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ডব্লিউটিও এর অধীন পরিচালিত বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম, প্রযুক্তি ব্যাংক হতে সুবিধা প্রাপ্তি এবং Enhanced Integrated Framewark (EIF) এ বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে আসবে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক স্বায়ত্তশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে দীর্ঘ মেয়াদে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা হারাবে।

অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি নীতি এবং বাণিজ্য সহায়ক অন্যান্য নীতি যথা: শিল্প নীতি, শুল্ক, পরিবেশ ও শ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান, এবং বিনিয়োগ নীতিসমূহ যুগপোযোগীকরণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতামূলক করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিযোগী মূল্যে মানসম্মত রপ্তানি পণ্য ও সেবা উৎপাদন এবং পণ্য ও সেবার বাজার বহুমুখীকরণ অত্যাবশ্যক। অর্থনীতির বহুমাত্রিকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন, প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, এবং দক্ষতা উন্নয়ন অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুবিধার সদ্ব্যবহার এবং উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

**১.২ কোভিড-১৯:**

কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৮.২৫% হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে সর্বোচ্চ। এ সময়ে পণ্য রপ্তানিতে ডাবল ডিজিট (১০.৫৫%) এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। কোভিড পরিস্থিতির কারণে ২০১৯ এর শেষ হতে পরবর্তী সময়ে সাপ্লাই চেইন ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী আমদানি, রপ্তানি ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি বাজারসমূহে কঠোর লকডাউন, ক্রেতার অস্বচ্ছলতা, দেউলিয়াত্বের কারণে চাহিদা হ্রাস ও আদেশ বাতিল হয়ে যাওয়ায় রপ্তানি, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এবং কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। কোভিড প্রেক্ষাপটে শিল্প উৎপাদন ও পণ্য সরবরাহের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানিতে

প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা দুরহ হয়ে পড়েছে। সরকার দেশিয় ও রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে একটি ভালো আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যার কারণে বাংলাদেশের শিল্প খাতসমূহ উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে ফিরতে সক্ষম হচ্ছে। সরকারের সার্বিক ব্যবস্থাপনার কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে তুলনামূলকভাবে ভালো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং রপ্তানিতে ১৫.১০% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে আশার সঞ্চার করেছে। কোভিড প্রেক্ষাপটের সমাপ্তি কবে ঘটবে তা নির্ধারণ করা কঠিন। কোভিড-১৯ মহামারীর ধাক্কা কাটিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং মুদ্রাস্ফীতিকে একটি নির্দিষ্ট স্তরে রাখাতে যথোপযুক্ত মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন। উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবস্থাকে আরো প্রতিযোগী করতে রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ এ সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

**১.৩ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:**

বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প-২০২১ পূরণের লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ প্রণয়ন করা হয়েছিল। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রূপকল্প-২০২১ পূরণে দিক নির্দেশনা ছিল। ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এছাড়া, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১—২০৪১ এ বাংলাদেশ-কে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে। ভবিষ্যত রপ্তানি নীতি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১—২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়। বিশেষ করে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে গৃহীত লক্ষ্যগুলোর সাথে রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ কে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য রপ্তানি পণ্য ও সেবা বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, সকল রপ্তানি খাতে সুষম নীতি সুবিধা প্রদান, সক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো, শিল্প উৎপাদনমুখী রপ্তানিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সার্বিক প্রেক্ষাপটে রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া গ্রাজুয়েশন পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা এবং বিদ্যমান বিধি-বিধানসমূহ ডব্লিউটিও'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ক্ষেত্রে রপ্তানি নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

**১.৪ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR):**

ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক যোগাযোগ প্লাটফর্ম এবং ই-কমার্স এর আবির্ভাব যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংকস (IoT), Big Data, 3D প্রিন্টিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি সহজলভ্য হয়েছে যা বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থাকে অত্যন্ত গতিশীল ও আধুনিক করে তুলেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কম এবং স্বল্প-দক্ষ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলোকে প্রতিস্থাপন করবে। ফলস্বরূপ অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশও স্বল্প-দক্ষ শ্রম-নিবিড় উৎপাদন প্রক্রিয়ার তুলনামূলক সুবিধা হারাবে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদনশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং লীড টাইম ও ব্যয় হ্রাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে বাংলাদেশকেও এগিয়ে আসতে হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে  শ্রমনির্ভর খাতে কর্ম সংস্থান হারানোর আংশকা রয়েছে। প্রস্তুতি হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি আইটি এবং আইটি-এনাবল সার্ভিসেস খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উদ্ভাবন-কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মেধাস্বত্ব সুরক্ষা প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি হস্তান্তরে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধ করতে মেধাস্বত্ব  অধিকার সুরক্ষায় পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

### ১.৫ রপ্তানি নীতি ও SHE বাণিজ্যের প্রাসঙ্গিকতা:

বাণিজ্য ও রপ্তানিমুখী শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। নারীদের জন্য বিশেষ এবং অগ্রাধিকারমূলক নীতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মর্টগেজ-বিহীন ঋণ সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রভিশন থাকা বাঞ্চনীয়। নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে রপ্তানি খাতে ব্যবসা করার খরচ তাদের পুরুষ সহযোগীদের তুলনায় অনেক বেশি। লাইসেন্স, সার্টিফিকেট পেতে নারী উদ্যোক্তাগণ পুরুষদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি খরচ করে থাকেন। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় খুবই কম হওয়ায় তাদের কাংখিত দক্ষতারও কিছুটা অভাব রয়েছে।

নারীদের বাণিজ্যে সংগঠিত ও সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং বিভিন্ন সমিতি রয়েছে। দেশে এবং বিদেশে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য/রপ্তানি মেলায় অংশগ্রহণে নারী উদ্যোক্তাগণ বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন। বাণিজ্যে নারীদের সংগঠিতকরণ, কাংখিত দক্ষতা উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, রপ্তানিমুখী এসোসিয়েশনসমূহের সাথে কার্যকর সংযোগ স্থাপন এবং ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্বব্যাপী নারী  উদ্যোক্তাদের রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে International Trade Centre (ITC) কর্তৃক SHE Trades নামীয়  গ্লোবাল অনলাইন প্লাটফর্ম কাজ করছে। বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের গ্লোবাল প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে কাজ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তা  এবং তাদের তৈরি পণ্য ও সেবার ডাটা ডাটাবেজ তৈরি করা যেতে পারে। রপ্তানিমুখী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাপ্লাই চেইনে নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ পশ্চাদ সংযোগ হিসেবে কাজ করতে পারে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## শিরোনাম, প্রণয়নের ক্ষমতা, লক্ষ্য, কৌশল, প্রয়োগ ও পরিধি

২.০ শিরোনাম: এ নীতি রপ্তানি নীতি [২০২১—২০২৪] নামে অভিহিত হবে।

**২.১ প্রণয়নের ক্ষমতা: আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর ৩(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ জারি করেন।**

**২.২ রপ্তানি নীতির লক্ষ্য (Objectives):**

২.২.১ রপ্তানি বাণিজ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১—২০৪১), SDG-২০৩০ এবং রূপকল্প-২০৪১ এর আলোকে রপ্তানির টেকসই উন্নয়ন সাধন;

২.২.২ সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে প্রবৃদ্ধি হ্রাস, বৃহৎ অর্থনীতির দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও কৌশলগত বিরোধ, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ভারত এবং সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে সর্বাত্বক অর্থনৈতিক পার্টনারশীপ ও যোগাযোগ (Connectivity), চারদেশীয় (বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল-ভূটান) সম্ভাব্য উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ, চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড উদ্যোগ, বৃটেনের ব্রেক্সিট, আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটের উত্থান, দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনসহ বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে বাণিজ্য ব্যবস্থার (Trade regime) সক্ষমতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী ও উদারীকরণ করা;

২.২.৩ আগামী ২০২১—২০২৪ মেয়াদে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণের লক্ষ্যাভিমুখী কার্যক্রম গ্রহণ;

২.২.৪ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রমঘন এবং অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি;

২.২.৫ রপ্তানি পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, মান যাচাই ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা বিশ্বমানে উন্নীতকরণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ, স্ট্যান্ডার্ড ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নত, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, উচ্চমূল্যের রপ্তানি পণ্য উৎপাদন; এবং ফ্যাশন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন;

২.২.৬ রপ্তানিতে ICT সহ সেবা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান, ই-কমার্স ও ই-গভর্নেন্স এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) এর কৌশল গ্রহণ করে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও গতিশীলতা আনয়ন;

২.২.৭ রপ্তানিমুখী শিল্প ও বাণিজ্যে নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি;

২.২.৮ স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুবিধার সদ্ব্যবহার এবং উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কর্ম কৌশল প্রণয়ন;

২.২.৯ রপ্তানিমুখী শিল্পে টেকসই বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২.২.১০ রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়নের নীতি-কৌশল গ্রহণে উৎসাহিতকরণ;

**২.৩ বাস্তবায়ন কৌশল (Implementation Strategy):**

২.৩.১ রপ্তানি বাণিজ্যের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে রপ্তানি সহায়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন এবং চেম্বার এর সাথে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন এবং খাতভিত্তিক সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট, কার্যকর এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

২.৩.২ রপ্তানি উন্নয়ন ও সহজিকরণে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)-এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, চা বোর্ড, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য রপ্তানি সহায়ক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের রপ্তানি সংক্রান্ত সক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা প্রদান এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৩.৩ রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে গঠিত পণ্যভিত্তিক এবং সেবাভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের কার্যক্রম গতিশীল ও যুগোপযোগিকরণ করার লক্ষ্যে কাউন্সিলসমূহ-কে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ডাটাব্যাংক ও বিশ্লেষণধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনে আরো বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা;

২.৩.৪ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি জোরদার ও যুগোপযোগিকরণ। বিশেষ করে বাণিজ্য উইংসমূহ-কে রপ্তানি বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ডিং এর জন্য সুনির্দিষ্ট টার্গেট প্রদান ও কার্যক্রম মূল্যায়ন;

২.৩.৫ বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ড তৈরির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নিজস্ব ব্র্যান্ডের বিস্তৃতি ঘটাতে বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপ/আমেরিকা, ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন এবং মারকোসুর দেশসমূহে ওয়্যারহাউজ স্থাপনে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান।

২.৩.৬ ব্যবসার ব্যয় এবং লীড টাইম কমিয়ে রপ্তানিকে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে অটোমেশন, ই-কমার্স ও ই-গর্ভানেন্স এর ব্যবহার এবং বন্দর ব্যবস্হাপনা, অবকাঠামো, ট্রেড লজিস্টিক ও যোগাযোগ ব্যবস্হার উন্নয়ন, পণ্য খালাস পদ্ধতি সহজীকরণ, এবং অন্যান্য সরকারি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সহজিকরণ ও যুগোপযোগিকরণে কার্যকর সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ

২.৩.৭ রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি বাজারসমূহের কমপ্লায়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ও প্রযুক্তি, সার্টিফিকেশন ও এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত তথ্য, ডকুমেন্টস ও আইনগত চাহিদা, শুল্ক-অশুল্ক কাঠামো, সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক তৎসম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং ওয়ার্কশপ/সেমিনারের মাধ্যমে বাংলাদেশি রপ্তানিকারক, বণিক সমিতি, ব্যবসায়ী সংগঠনকে সরবরাহ করার লক্ষ্যে কার্যকর market intelligence ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২.৩.৮ রপ্তানি খাতে উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিক, কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি দপ্তর-ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া-বাণিজ্য সংগঠন-চেম্বার এর সাথে গবেষণা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিকরণে MoU/Collaboration Program গ্রহণ এবং খাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা;

২.৩.৯ পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান করা। সম্ভাবনাময় রপ্তানিকারক দেশের সাথে মান ও সার্টিফিকেশন বিষয়ে Mutual Recognition Agreement (MRA) সম্পাদনে কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৩.১০ শ্রমিকদের কর্মস্হলের নিরাপত্তা, অধিকার সুরক্ষাসহ জীবন মানের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ;

**২.৩.১১** পণ্যের ডিজাইন, ফ্যাশন ও প্রযুক্তি উন্নয়নে BGMEA University of Fashion & Technology (BUFT) এবং Bangladesh Institute of Plastic Engineering and Technology (BIPET) এর ন্যায় বেসরকারি খাতে পণ্য/খাতভিত্তিক ডিজাইন ও ফ্যাশন এবং প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট স্হাপনে উৎসাহিত করা;

২.৩.১২ আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত বাণিজ্যিক/ব্যবসায়িক সুভাস/সুরীতি (Good practice/Ethical Business) অনুসরণে উৎসাহিত করা;

২.৩.১৩ অন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহায়তা করার লক্ষ্যে জাতীয় একক বাতায়ন (National Single Window) সেবা প্রবর্তনের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্নকরণ;

২.৩.১৪ রপ্তানিকারকদেরকে Organic ও safe পণ্য উৎপাদনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;

২.৩.১৫ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্হা করা। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য বিশেষ সহায়তা তহবিল গঠন। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

২.৩.১৬ অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুদ হার এবং সহজ শর্তে রপ্তানি ঋণ প্রদানসহ রপ্তানিকারকদেরকে বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা (Incentive) প্রদান;

২.৩.১৭ পণ্য পরিচিতি ও নতুন বাজার অন্বেষণ উদ্যোগের আওতায় বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক মেলায় কার্যকরভাবে যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান। বিদ্যমান রপ্তানি বাজারসমূহে প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারে বাণিজ্য প্রতিনিধি বিনিময়, ঐ সকল দেশের বাণিজ্য সংগঠন ও চেম্বারের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;

২.৩.১৮ বাংলাদেশি পণ্য ও সেবা খাতের বাজার সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা আদায় এবং বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধাসমূহের সদ্ব্যবহারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

২.৩.১৯ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া,ব্রাজিলসহ মারকোসুরভুক্ত দেশসমূহ মেক্সিকো, চিলি, রাশিয়াসহ বিভিন্ন সিআইএসভুক্ত দেশ ও সার্কভুক্ত দেশে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;

১.৩.২০ নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন, পণ্য বহুমুখীকরণ, পণ্য রপ্তানিতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন খাতে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকদেরকে সিআইপি মর্যাদা ও জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান। নারী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং সেবাখাত-কে এর অন্তর্ভুক্ত করা;

২.৩.২১ দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেগোশিয়েশন সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

২.৩.২২ বাংলাদেশের পণ্যের ব্র্যান্ডিং এবং উচ্চ মূল্য সংযোজিত রপ্তানি পণ্য উৎপাদন;

২.৩.২৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে অধিকতর বাণিজ্যবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং "মার্চেন্টিং ট্রেড" ও "প্রতিবাণিজ্য" বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ঘোষণা করা;

২.৩.২৪ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প তথা আমদানি কাঁচামালের প্রতিযোগী কাঁচামাল উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, বন্ডেড ওয়্যারহাউস নিবন্ধিত হোক বা না হোক, তাদের উৎপাদিত উপকরণ নগদে বা এলসির মাধ্যমে বা ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ;

২.৩.২৫ রপ্তানিনির্ভর শিল্প খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান এবং Ease of Doing Business এর আলোকে বিনিয়োগ পরিবেশ সংস্কারে দপ্তর ভিত্তিক এবং প্রয়োজনীয় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৩.২৬ রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ফরওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করা;

২.৩.২৭ রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য ও সেবার অগ্রাধিকারমূলক খাত-উপখাত চিহ্নিতকরণ। সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শুল্ক ও কর অব্যাহতিসহ বিশেষ নীতি সুবিধা প্রদান। রপ্তানির কৌশলগত নিয়ন্ত্রণে 'রপ্তানি নিষিদ্ধ' ও 'শর্তযুক্ত' রপ্তানি পণ্য-সেবার তালিকা প্রণয়ন;

২.৩.২৮ রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরি পোশাক খাত (RMG) এ প্রদত্ত নীতি সুবিধাসমুহ Non-RMG খাতের অনুকূলে প্রদানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৩.২৯ তৈরি পোশাকের পাশাপাশি Non-RMG খাত বিশেষ করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, হালকা প্রকৌশল পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, কৃষিপণ্য, উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য, পাটপণ্য, প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য, হালাল পণ্য, প্লাস্টিক, অপ্রচলিত পণ্য, মেরিন রিসোর্স হতে আহরিত পণ্য খাতে রপ্তানি বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকারমূলক নীতি সুবিধা প্রদান। এছাড়া পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট খাতে বৈচিত্র্য আনয়নে (Diversification within the sector) উৎসাহ প্রদান;

২.৩.৩০ ICT সার্ভিসেস, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, BPO, ট্যুরিজম এবং ফিল্যান্সিং খাতসহ রপ্তানি নীতিতে উল্লিখিত সেবা খাতসমূহে প্রয়োজনীয় নীতি সুবিধা প্রদান;

২.৩.৩১ স্বল্পোন্নত দেশ হতে ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা হারানো বা সীমিত হয়ে আসার বাস্তবতাকে সামনে রেখে কার্যক্রম গ্রহণ;

(ক) সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ), অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ), কম্প্রেহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশীপ চুক্তি (সেপা) এবং TIFA এর ন্যায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটে যোগদানের লক্ষ্যে নেগোশিয়েশন অব্যাহত রাখা এবং বিদ্যমান এফটিএ গাইডলাইন যুগোপযোগিকরণ;

(গ) ডব্লিউটিও এর বিভিন্ন চুক্তির আওতায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য S&D treatment চিহ্নিতকরণ এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;

(ঘ) ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে শুল্ক সুবিধা অব্যাহত রাখতে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নিগোশিয়েশন অব্যাহত রাখা;

(ঙ) কোভিড-১৯ এবং এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী প্রেক্ষাপটে রপ্তানি ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে এলডিসি হিসেবে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ একটি যুক্তিসংগত সময় পর্যন্ত বহাল রাখতে ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন ফোরামে সমর্থন আদায়ে কার্যক্রম গ্রহণ;

২.৩.৩২ রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রদত্ত রপ্তানি প্রণোদনা/ভর্তুকি ও অন্যান্য ইনসেনটিভসমূহ-কে ডব্লিউটিও সমর্থিত নীতি সুবিধায় পরিবর্তিত (Transform) করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ।

২.৩.৩৩ হালাল এবং ভোগ্যপণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হালাল সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ গঠন/সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

২.৩.৩৪ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) এর চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে দেশের প্রযুক্তির আধুনিকায়ন এবং সহায়ক দক্ষতা তৈরিতে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।

২.৩.৩৫ নারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী শিল্পের সাপ্লাই চেইনের সাথে কার্যকর সংযোগ ঘটানো, তথ্য-প্রযুক্তি এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন, ই-কমার্সে অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রদান, সহজ শর্তে স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান, সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজে বিশেষ ও অগ্রাধিকারমূলক ঋণ সুবিধা প্রদান;

২.৩.৩৬ গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে দৃঢ় অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে Intermediate goods উৎপাদন ও রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় নীতি সুবিধা প্রদান এবং এখাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে কর্মকৌশল প্রণয়ন;

২.৩.৩৭ অনলাইন প্লাটফর্ম ও ভার্চুয়াল মার্কেটপ্লেস তৈরিতে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান।

২.৩.৩৮ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য উৎপাদনে বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) এবং টেকসই উন্নয়নের নীতি-কৌশল গ্রহণ/বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। সার্কুলার পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান।

২.৩.৩৯ রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময়ে সময়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

**২.৪ প্রয়োগ ও পরিধিঃ**

২.৪.১ ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ বাংলাদেশ হতে সকল ধরনের পণ্য ও সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

২.৪.২ রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ প্রকাশের দিন হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে পরবর্তী রপ্তানি নীতি জারি না হওয়া পর্যন্ত এ রপ্তানি নীতি কার্যকর থাকবে;

২.৪.৩ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর আওতাধীন ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য সকল এলাকায় এ নীতি প্রযোজ্য হবে;

২.৪.৪ শুল্ক ও কর সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জাতীয় বাজেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘোষিত বিধি-বিধান/প্রজ্ঞাপন/এসআরও রপ্তানি নীতির উপর প্রাধান্য পাবে;

২.৪.৫ এ নীতিতে যা কিছু থাকুক না কেন, অন্য কোন সরকারি আদেশে রপ্তানি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত জারি করা হলে তা যদি এ রপ্তানি নীতির কোন বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ হয়, তবে উক্ত সরকারি আদেশ রপ্তানি নীতির উপর প্রাধান্য পাবে;

২.৫ নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন করার ক্ষমতাঃ

২.৫.১ সরকার বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট খাতের অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নীতির যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ **সংজ্ঞা**

৩. ১ এ নীতিতে আইন বলতে আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ কে বুঝাবে;

৩ .২ "আমদানি মূল্য" বলতে অন্ত্রাপো ট্রেড বা পুনঃ রপ্তানি এর জন্য বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের সিএফআর মূল্য

৩.৪ "এলসি বা লেটার অব ক্রেডিট" অর্থ আমদানির উদ্দেশ্যে যে লেটার অব ক্রেডিট/ ঋণপত্র খোলা হয়;

৩.৫ "নমুনা" বা "স্যাম্পল" বলতে বণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য নয় (Not for Commercial use) এবং সহজে সনাক্তযোগ্য সীমিত পরিমাণ/সংখ্যক পণ্যকে বুঝাবে;

৩.৬ "গিফট পার্সেল" বলতে বিমানযোগে, ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসে প্রেরিত কোন উপহার সামগ্রীকে বুঝাবে।

৩.৭ "অন্ত্রাপো বাণিজ্য" অর্থ এরূপ বাণিজ্য যে ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কোন পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ, আকৃতিসহ কোন প্রকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে পণ্য মূল্য অন্যূন ৫% এর অধিক মূল্যে তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানি করা হয়, যা বন্দর সীমানার বাহিরে আনা যাবে না, তবে অন্য কোন বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এক বন্দর হতে অন্য বন্দরে পণ্য পরিবহন করা যেতে পারে;

৩.৮ অন্ত্রাপোর আওতা "আমদানি মূল্য" বলতে বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের ঘোষিত সিএন্ডএফ (Cost and Freight) মূল্যকে বুঝাবে;

৩. ৯ "পুনঃরপ্তানি" অর্থ স্থানীয়ভাবে পুণঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান বা আকৃতির যে কোন একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের সহিত ন্যূনতম ১০% মূল্য সংযোজনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য রপ্তানি করাকে বুঝাবে;

৩.১০ পুনঃরপ্তানি'র আওতায় আমদানি মূল্য বলতে পুনঃরপ্তানির জন্য বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের সিএফআর মূল্যকে বুঝাবে;

৩.১১ "বাইয়িং কন্ট্রাক্ট" বলতে কোন পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে বুঝাবে;

৩.১২ "পণ্য"বলতে কাস্টম এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর প্রথম তফশিলে উল্লিখিত পণ্যকে বুঝায় ;

৩.১৩ "বাণিজ্যিক আমদানিকারক" অর্থ একজন আমদানিকারক যিনি দি ইমপোর্টার, এক্সপোর্টার অ্যান্ড ইন্ডেন্টরস (রেজিস্ট্রেশন) অর্ডার ১৯৮১ এর অধীনে নিবন্ধিত এবং যিনি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানি করেন;

৩.১৪ "বৈদেশিক মুদ্রা" বলতে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৯৪৭ এ সংজ্ঞায়িত মুদ্রাকে বুঝায়;

৩. ১৫ "আমদানি বা রপ্তানি" বলতে যথাক্রমে 'সমুদ্র/স্থল/আকাশ পথে বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে কোন পণ্য বা সেবা যথাক্রমে বাংলাদেশের ভিতরে আনয়ন এবং বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরণকে বুঝাবে;

৩.১৬ "প্রধান নিয়ন্ত্রক" বলতে আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৫০ এর ২ (এ) অনুসারে সংজ্ঞায়িত প্রধান নিয়ন্ত্রককে বুঝাবে;

৩.১৭ "পারমিট" অর্থ আমদানি বা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুমতি পত্র, আমদানি পারমিট, ক্লিয়ারিং পারমিট (ছাড়পত্র), ফেরতের ভিত্তিতে আমদানি পারমিট, ক্ষেত্রমত, রপ্তানি তথা আমদানি পারমিট;

৩.১৮ "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি" বলতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকে বোঝাবে। প্রচ্ছন্ন রপ্তানি অর্থে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হবে:

ক. বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য অভিপ্রেত কোন পণ্য বা সেবার উপকরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ;

খ. কোন আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ;

গ. স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ।

৩.১৯ "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত" বলতে সে সকল খাতকে বুঝাবে যেখানে রপ্তানির বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে; অথচ বিবিধ কারণে এ সম্ভাবনাকে তেমন কাজে লাগানো যায়নি তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিলে অধিকতর সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। "বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত" বলতে যে সকল পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয়;

৩.২০ "সুগন্ধি চাউল" অর্থে কালজিরা, কালজিরা টিপিএল-৬২, চিনিগুড়া, চিনি আতপ, চিনিকানাই, বাদশাভোগ, কাটারীভোগ, মদনভোগ, রাধুনীপাগল, বাঁশফুল, জটাবাঁশফুল, বিন্নাফুল, তুলশীমালা, তুলশী আতপ, তুলশীমনি, মধুমালা, খোরমা, সাককুরখোরমা, নুনিয়া, পশুশাইল, বিআর-৫ (দুলাভোগ), ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৩৭, ব্রিধান-৩৮, ও ব্রিধান-৫০, অন্তর্ভুক্ত হবে এসআরও ১৪৯-আইন/২০১৪ অনুসারে। এছাড়া, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে "সুগন্ধি চাউল" হিসেবে ঘোষিত চাউল অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.২১ "মার্চেন্টিং ট্রেড" বলতে ভিন্ন একটি দেশ থেকে পণ্য/সেবা সংগ্রহ এবং উক্ত দেশ থেকে পণ্য চালান/সেবা সরাসরি তৃতীয় কোন দেশের ক্রেতার নিকট সরবরাহ করাকে বুঝাবে।

৩.২২ "প্রাণিজাত পণ্য" অর্থ পশু বা পশুর মৃত দেহ হতে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত বা প্রস্তুতকৃত যেকোন পণ্য এবং পশুর মাংস, রক্ত, হাড়, মজ্জা, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, চর্বি, পশু হতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী, বীর্য, ভ্রূণ, শিরা-উপশিরা, লোম, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত পশু দেহের অন্য যেকোন অংশ বা পশুজাত অন্যান্য পণ্যও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

৩.২৩ হালকা প্রকৌশল পণ্য বলতে রপ্তানি নীতি ২০২১—২৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত হালকা প্রকৌশল পণ্য-কে বোঝাবে;

৩.২৪ “প্রতিবাণিজ্য” বলতে বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য দ্বারা বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য কিংবা বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য দ্বারা বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য সমন্বয় ব্যবস্থাকে বুঝাবে।

৩.২৫ সার্কুলার ইকনমি বলতে একটি শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পদব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ইনপুটের ব্যবহার হ্রাস (Reduce), পুন:ব্যবহার (Reuse) এবং পুনর্ব্যবহার (Recycle)" এর নীতি অবলম্বন করাকে বোঝায়। বৃত্তাকার অর্থনীতি মডেল অনুসরণের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ সম্পদ আহরণের পরিমাণ হ্রাস, সম্পদ অপচয় ও বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করা সম্ভব। জলবায়ু পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হয়;

৩.২৬ স্বাচ্ছন্দে ব্যবসা সম্পাদন (Ease of Doing Business) দ্বারা কোনো একটি দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ব্যবসা আরম্ভকরণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের সংখ্যা ও অনুসরণীয় ধাপ, ব্যয়িত সময় ও অর্থ খরচের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ পর্যালোচনা করা হয়। ব্যবসায়িক পরিবেশ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ১০টি নির্দেশককে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। স্বাচ্ছন্দে ব্যবসা সম্পাদন cross-cutting ইস্যু বিধায় সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

## চতুর্থ অধ্যায়

## রপ্তানির সাধারণ বিধানাবলি:

৪.০ পণ্য রপ্তানিতে প্রতিপালনীয় বিধি-বিধান:

বাংলাদেশ হতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নীতিতে বর্ণিত অথবা এতদবিষয়ক অন্য কোন আইনে বর্ণিত শর্তাবলি, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নিয়মাবলি পালন এবং এর আওতায় নির্ধারিত দলিলাদি দাখিল করতে হবে।

৪.১ **পণ্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ**- এ নীতির অধীনে পণ্যের রপ্তানি নিম্নরূপভাবে পরিচালিত হবে যথা:—

৪.১.১ **রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য**-ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে, এ নীতিতে উল্লিখিত রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করা যাবে না। রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ প্রদত্ত হয়েছে;

৪.১.২ **শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি**-যে সকল পণ্য কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য সে সকল পণ্য উক্ত বিধান পালন সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে। শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হলো।

৪.২ **রপ্তানিযোগ্য পণ্য**-ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে, পরিশিষ্ট ১ এ উল্লিখিত রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য এবং পরিশিষ্ট-২ এ যে সকল পণ্য কতিপয় বিধান পালন সাপেক্ষে রপ্তানির কথা বলা হয়েছে সে সকল পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য অবাধে রপ্তানিযোগ্য হবে।

৪.২.১ **এ নীতিতে বর্ণিত বিধি বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না:**

৪.২.১.১ বিদেশগামী জাহাজ, যান অথবা বিমানের ভান্ডার (Store), যন্ত্রপাতি (Equipment) অথবা মেশিনের যন্ত্রাংশ এবং রন্ধনশালার অংশ হিসাবে ঘোষিত পণ্য অথবা নাবিক অথবা উড়োজাহাজ, যান অথবা বিমানের ক্রু ও যাত্রীদের সংগে বহনকৃত ব্যাগেজ।

৪.২.১.২ নিম্নোক্ত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নমুনা (Sample) রপ্তানি—

(অ) নিষিদ্ধ তালিকা বহির্ভূত সকল পণ্য;

(আ) এফওবি (Free on Board) মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি রপ্তানিকারক কর্তৃক বার্ষিক সর্বাধিক ১০,০০০/- মার্কিন ডলারের পণ্য (ঔষধ ব্যতীত);

(ই) নমুনা হিসাবে বিনা মূল্যে প্রেরিত পণ্য, তবে শর্ত থাকে যে, ঔষধের ক্ষেত্রে:

(১) রপ্তানি এলসি (Letter of Credit) বা ঋণপত্র ব্যতিরেকে কোনো নিবন্ধিত রপ্তানিকারক, যারা নিবন্ধিত রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের সদস্য, বছরে সর্বোচ্চ ৭০,০০০/ মার্কিন ডলার; অথবা

(২) প্রতি এলসি বা ঋণপত্রের বিপরীতে মোট এলসি/ঋণপত্র মূল্যের ১০% বা সর্বোচ্চ ১৫,০০০/ মার্কিন ডলারের ঔষধ যেটি কম হবে;

(৩) প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক কেস টু কেস পরীক্ষা করে এ সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

(ঈ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি সাপেক্ষে ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কর্তৃক বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০.০০ মার্কিন ডলার এবং চামড়া শিল্প কর্তৃক বার্ষিক সর্বোচ্চ ২০,০০০.০০ মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক এবং চামড়াজাত পণ্যের নমুনা;

(উ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্ডেড হীরা প্রক্রিয়াকারক প্রতিষ্ঠান অথবা মূসক (ভ্যাট) কমিশনারেট হতে উৎপাদক হিসাবে মূসক নিবন্ধিত হীরা/হীরা খচিত স্বর্ণলংকার প্রক্রিয়াকারক প্রতিষ্ঠান বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ অথবা রপ্তানিবাজার উন্নয়নকল্পে প্রদর্শনীর নিমিত্ত বার্ষিক ৬০,০০০ (ষাট হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের কাট ও পলিশড হীরা এবং হীরা খচিত স্বর্ণলংকার নমুনা হিসেবে প্রেরণ করতে পারবে এবং প্রদর্শনী শেষে তা দেশে ফেরৎ আনতে হবে। তবে প্রদর্শনী শেষে তা বিক্রয় করা হলে বিক্রিত অর্থ বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে প্রত্যাবাসন করতে হবে। প্রত্যাবাসিত অর্থের পরিমান নমুনা হিসাবে প্রেরিত মূল্যের কম হতে পারবে না;

(ঊ) প্রমোশনাল মেটেরিয়্যালের (ব্রশিউয়্যার, পোস্টার, লিফলেট ব্যানার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যে কোনো মূল্য বা ওজন;

(ঋ) ২,০০০/-(দুই হাজার) মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকার উপহার সমগ্রী বা গিফট পার্সেল;

(এ) বাংলাদেশের বাইরে ভ্রমণকারী ব্যক্তির বৈধ (Bonafide) ব্যাগেজ; এবং

(ঐ) সরকার কর্তৃক ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে রপ্তানি পণ্য।

৪.২.২ **ঘোষণার অতিরিক্ত নমুনা:** নমুনার সংখ্যা রপ্তানিকারক কর্তৃক ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে অতিরিক্ত সংখ্যক নমুনা রেখে বাকিগুলো প্রেরণের জন্য কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিবে;

৪.৩.ক **রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ক্ষমতা-** উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সরকার পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত কোন নিষিদ্ধ পণ্য রপ্তানির অনুমতি প্রদান করতে পারবে। এ ছাড়া সরকার বিশেষ বিবেচনায় কোন পণ্য রপ্তানি, রপ্তানি-কাম-আমদানি অথবা পুনঃরপ্তানির অনুমতিপত্র (authorization) জারি করতে পারবে।

৪.৩.খ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা: উপযুক্ত কারণে এবং বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ পণ্যের বাইরেও অন্যকোন পণ্যের রপ্তানি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করতে পারবে।

৪.৪ **অন্ট্রাপো ও পুনঃরপ্তানি**

৪.৪.১ "অন্ট্রাপো" বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কোন পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ, আকৃতিসহ কোন প্রকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে পণ্য মূল্য অন্যুন ৫% এর অধিক মূল্যে তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানি করা হয়, যা বন্দর সীমানার বাহিরে আনা যাবে না তবে অন্য কোন বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এক বন্দর হতে অন্য বন্দরে পণ্য পরিবহন করা যেতে পারে;

৪.৪.২ অন্ট্রাপো বাণিজ্যের লক্ষ্যে আমদানি: আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে প্রদত্ত Import permiton returnable basis এর মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক প্রদেয় নিশ্চিত চুক্তি/ঋণপত্রের/ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অন্ট্রাপো বাণিজ্যের নিমিত্ত পণ্য আমদানি করা যাবে এবং উক্তরূপ অন্ট্রাপো আমদানিরক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষণায় অন্ট্রাপো বা সাময়িক আমদানি (Temporary Import) কথাটি উল্লেখ থাকতে হবে;

৪.৪.৩ আমদানি ও রপ্তানি বন্দর একই হলে আমদানিকৃত পণ্য বন্দরের বাইরে এমনকি অফডকসমূহেও নেয়া যাবে না;

৪.৪.৪ আমদানি ও রপ্তানি বন্দর ভিন্ন হলে ডিউটি ড্র-ব্যাকের আওতায় শুল্ককর পরিশোধ অথবা ১০০% ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রপ্তানি বন্দরে স্থানান্তরপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য রপ্তানি করতে হবে;

৪.৪.৫ অন্ট্রাপো'র আওতায় আমদানি মূল্য বলতে বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের ঘোষিত সিএন্ডএফ (Cost and Freight) মূল্যকে বুঝাবে;

৪.৪.৬ "পুনঃরপ্তানি" অর্থ স্থানীয়ভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান বা আকৃতির যে কোন একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের সাথে ন্যুনতম ১০% মুল্য সংযোজনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য রপ্তানি করাকে বুঝাবে;

৪.৪.৭ এক্ষেত্রে আমদানি মুল্য বলতে পুনঃরপ্তানির জন্য বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের সিএফআর মূল্যকে বুঝাবে;

৪.৪.৮ **রপ্তানিকৃত পণ্য ক্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বা অন্যান্য কারণে তা ফেরত আসলে বন্দর হতে খালাস ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে:**

(১) বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করার পর তা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে ফেরত আসার প্রেক্ষিতে বন্দর হতে খালাস ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খালাস ও পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হবে।

(২) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স বিহীন অথবা স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারপূর্বক রপ্তানিকৃত তৈরী পোশাক বা অন্যান্য পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে ফেরত আসলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাসমূহ কর্তৃক ১(এক) বছরের মধ্যে পুনঃরপ্তানি করার অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে রপ্তানিকৃত পণ্য ফেরত আনা যাবে। তবে, অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী পণ্য পুনঃরপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে প্রচলিত মূসক আইন অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে মূসক প্রদান সাপেক্ষে মূসক-১১ অনুযায়ী গৃহীত রেয়াতের সমপরিমাণ মূসক পরিশোধ সাপেক্ষে (শুধুমাত্র স্থানীয় কাপড়ের ক্ষেত্রে) স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যাবে। তবে, হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র নিতে হবে।

৪.৪.৯ **ত্রুটিযুক্ত বা অন্যান্য কারণে ফেরত আসা কাপড় ও অন্যান্য পণ্য পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে:**

(১) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক কর্তৃক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করবেন;

(২) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকলে Buyer-Seller এর দ্বিপাক্ষিক সম্মতিতে Inventory প্রস্তুতের ভিত্তিতে ত্রুটিযুক্ত কাপড় ও অন্যান্য পণ্যের পরিমান নির্দিষ্টকরতঃ তৎবাবদ বৈদেশিক মুদ্রা TT অথবা At Sight LC এর মাধ্যমে অথবা Bank Guarantee এর মাধ্যমে পরিশোধ অথবা সমপরিমাণ পণ্য প্রতিস্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ তা পুনঃরপ্তানির ছাড়পত্র প্রদান করবেন।

৪.৫ ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের (এলসি) বিপরীতে রপ্তানি করা যাবে;

৪.৫.১ ঋণপত্র (এলসি) ছাড়া রপ্তানির সুযোগ: এলসি ছাড়াও বাইয়িং কন্ট্রাক্ট, চুক্তি, পার্চেজ অর্ডার কিংবা এ্যাডভান্সড পেমেন্টের বিপরীতে ব্যাংক হতে Exp (Export Permit) সংগ্রহের ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাবে; অগ্রিম নগদায়নের ক্ষেত্রে কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে সকল প্রকার পণ্য এলসি ছাড়া রপ্তানির অনুমোদন দেয়া হবে। অগ্রিম নগদায়নের আওতায় TT (Telegraphic Transfer) ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪.৬ **পুনঃ আমদানির জন্য সাময়িক রপ্তানি:**

(১) মেশিনারী, ইকুইপমেন্ট বা সিলিন্ডার মেরামত, রি-ফিলিং বা মেইনটেইন্যান্স ইত্যাদির জন্য বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পোষক মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে দাখিলপূর্বক প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে রপ্তানি-কাম-আমদানি পারমিট বা অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২) উপর্যুক্ত বিধানাবলী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং উক্তরূপ প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে পোষক (Sponsor) কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে;

(৩) বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) বা সমজাতীয় মেশিনারীর ক্ষেত্রে টারবাইন উৎপাদনকারী অথবা ওভারহলকারী (Overhauling) প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে শর্ত/ঋণপত্র মোতাবেক টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি করে তা প্রতিস্থাপন (Replacement) পূর্বক মেয়াদ উত্তীর্ণ টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানিকরার জন্য আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের (সিসিআইএন্ডই) নিকট হতে রপ্তানি-কাম-আমদানি পারমিট গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ওভারহলকারী (Overhauling) প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি মোতাবেক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ/প্রতিস্থাপন ব্যয় পরিশোধ করা যাবে।

৪.৬.১ আমদানিকৃত পণ্য মেরামত, প্রতিস্থাপন অথবা শুধুমাত্র পুনঃভর্তির (refilling) উদ্দেশ্যে সিলিন্ডার ও আইএসও ট্যাংক সাময়িকভাবে রপ্তানি করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনের পর পণ্য আমদানি করা হবে মর্মে রপ্তানিকালে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট ইন্ডেমনিটি বন্ড (indemnity bond) প্রদান করতে হবে;

৪.৬.২ বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী রপ্তানিকৃত পণ্যে ত্রুটি পাওয়া গেলে বাংলাদেশি রপ্তানিকারককে উক্ত পণ্যের প্রতিস্থাপক পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেয়া হবে। তবে রপ্তানিকারককে নিম্নোক্ত দলিল কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে:

(ক) বিক্রয় চুক্তির কপি;

(খ) ক্রেতার নিকট হতে ত্রুটিযুক্ত পণ্যের বিবরণ সম্বলিত পত্র; এবং

(গ) কাস্টমস্ আইনের আওতায় পূরণীয় অন্য কোনো শর্ত।

৪.৬.৩ **ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো (frustrated cargo) পুনঃরপ্তানি**-কাস্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো পুনঃরপ্তানি করা যাবে।

৪.৬.৪ নির্মাণ, প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক কম্পানী চুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত মেশিনারী ও সাজ-সরঞ্জামাদি নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে রপ্তানি-কাম-আমদানি করতে পারবে:

(ক) কাজ শেষে মেশিনারী ফেরৎ আনবে মর্মে প্রয়োজনীয় ইন্ডেমনিটি বন্ড কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করতে হবে;

(খ) কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও এওয়ার্ডের কপি দাখিল করতে হবে।

৪.৬.৫ কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত carnete depassage অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত উপযুক্ত ইন্ডেমনিটি বন্ডের বিপরীতে পুনঃ আমদানির শর্তে কোন ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যানবাহন সংগে নিতে পারবেন।

৪.৭ মান নিয়ন্ত্রণ সনদপ্রদান:-যে সকল পণ্য রপ্তনির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক, সে সকল পণ্য রপ্তানিকালে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Standards And Testing Institution/Department of Fisheries/Department of Agricultural Extension/Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research/Bangladesh Atomic Energy Commission, Department of Livestock Services, অন্যান্য) কর্তৃক ইস্যুকৃত মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## রপ্তানি বহুমুখীকরণ

**৫.১ পণ্য ও সেবাখাতভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন:**

৫.১.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রপ্তানি বহুমুখিকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, উপযুক্ত প্রযুক্তি আহরণ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে কোম্পানী এ্যাক্ট, ১৯৯৪ এর আওতায় কয়েকটি খাত (পণ্য ও সেবা) ভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিলগুলোর কর্মকান্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও আরো কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। পণ্য ও সেবা খাতভিত্তিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত উদ্যোগ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি উন্নয়ন ও রপ্তানি প্রসার কর্মকান্ডের পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হবে।

**৫.২ পণ্য ও সেবা খাতসমূহের শ্রেণিবিন্যাস:**

৫.২.১ উৎপাদন ও সরবরাহ স্তর, রপ্তানি ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় অবদান, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার সক্ষমতা বিবেচনায় এনে কতিপয় পণ্যকে “সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত” এবং অন্য কতিপয় পণ্যকে “বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সরকার কর্তৃক সময় সময় এ তালিকার পরিবর্তন এবং এ সকল পণ্যের রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

**৫.৩ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত:**

৫.৩.১ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত বলতে সে সকল খাতকে বুঝাবে যেখানে রপ্তানির বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে অথচ বিবিধ কারণে এ সম্ভাবনাকে তেমন কাজে লাগানো যায়নি, তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিলে অধিকতর সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। যথা:

(১) অধিকমূল্য সংযোজিত তৈরি পোশাক, ডেনিম

(২) কৃত্রিম ফাইবার (Man Made Fibre)

(৩) গার্মেন্টস এক্সেসরিজ।

(৪) ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য;

(৫) প্লাস্টিক পণ্য;

(৬) জুতা (চামড়াজাত, অচামড়াজাত ও সিনথেটিক) এবং চামড়াজাত পণ্য;

(৭) পাটজাত পণ্য,  বহুমুখি পাটজাত পণ্যসহ;

(৮) কৃষি পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য; ফল, কাট ফ্লাওয়ার;

(৯) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য (অটো-পার্টস, বাই-সাইকেল, মটর সাইকেল, ব্যাটারী, ইত্যাদি)

(১০) জাহাজ ও সমুদ্রগামী ফিশিং ট্রলার নির্মাণ;

(১১) ফার্নিচার;

(১২) হোম টেক্সটাইল ও হোম ডেকর, টেরিটাওয়েল;

(১৩)  লাগেজ; এবং

(১৪) একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) এবং ল্যাবরেটরী বিকারক (রিয়জেন্ট)।

**৫.৪  বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত:**

**৫.৪.১** যে সকল পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয় সে সকল পণ্যের রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যথা:

(১) ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক পণ্য;

(২) সিরামিক পণ্য;

(৩) মূল্য সংযোজিত হিমায়িত মৎস্য;

(৪) প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং;

(৫) কাটিং ও পোলিশকৃত মসৃন হীরা ও জুয়েলারি;

(৬) পেপার ও পেপার প্রোডাক্টস;

(৭) রাবার ও রাবারজাত পণ্য;

(৮) রেশম সামগ্রী;

(৯) হস্ত ও কারু পণ্য;

(১০) লুঙ্গিসহ তাঁত শিল্পজাত পণ্য;

(১১) ফটোভলটিক মডিউল (সোলার এনার্জি);

(১২) কাজুবাদাম (কাঁচা এবং প্রক্রিয়াকৃত);

(১৩) জীবন্ত ও প্রক্রিয়াজাত কাঁকড়া;

(১৪) খেলনা;

(১৫) আগর;

(১৬) হালাল ফ্যাশন (হিজাব, বোরকা, আবায়া ইত্যাদি];

(১৭) হালাল মাংস ও মাংসজাত পণ্য এবং অন্যান্য হালাল পণ্য;

(১৮) রিসাইকেল্ড পণ্য;

(১৯) মেডিকেল এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (MPPE)

**৫.৫ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতসমূহকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা:**

৫.৫.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হ্রাসকৃত সুদ হারে প্রকল্প ঋণ প্রদান করা;

৫.৫.২ আয়কর রেয়াত প্রদান করা;

৫.৫.৩ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিজ এন্ড কাউন্টার ভেইলিং মেজারস্ এর সাথে সংগতিপূর্ণ সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা বা ভর্তুকি প্রদান;

৫.৫.৪ সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত সুদ হারে রপ্তানি ঋণ প্রদান করা;

৫.৫.৫ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিমানে পরিবহণের সুযোগ প্রদান করা;

৫.৫.৬ শুল্ক প্রত্যর্পণ/বন্ড সুবিধা প্রদান করা;

৫.৫.৭ উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্য অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সহায়ক শিল্প স্থাপনে সুবিধা প্রদান করা;

৫.৫.৮ পণ্যের মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সুবিধা সম্প্রসারণ করা;

৫.৫.৯ কমপ্লায়েন্ট শিল্প স্থাপনে বিনা শুল্কে ইকুইপমেন্ট আমদানির ব্যবস্থা করা;

৫.৫.১০ পণ্য উৎপাদনে ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা;

৫.৫.১১ বহির্বিশ্বে বাজার অন্বেষণে সহায়তা প্রদান করা;

৫.৫.১২ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং

**৫.৬ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেবা খাতঃ নতুন সংযোজিত**

**(১)** সফটওয়্যার ও আইটি এনাবল সার্ভিসেস, আইসিটি পণ্য;

(২) Business Process Outsourcing (BPO), Freelancing.

**৫.৭ বিশেষ উন্নয়নমূলক সেবা খাত:**

(১) পর্যটন শিল্প;

(২) আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং ও কনসালটেন্সী সার্ভিসেস।

**৫.৮ পণ্য বহুমুখিকরণের লক্ষ্যে অন্তঃখাত প্রকল্প গ্রহণ :**

৫.৮.১ পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে Export Competitiveness for Jobs (EC4J) এর ন্যায় আরো আন্তঃখাত প্রকল্প গ্রহণ যায়। প্রকল্পের আওতায় রপ্তানি মূল্য প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে শুল্ক ও বন্ড ব্যবস্থা, ডিউটি-ড্র-ব্যাক, সাবসিডি ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। অনুরূপভাবে পণ্য উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ, বাণিজ্য সহযোগিতা এবং রপ্তানি বাণিজ্যের অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে প্রকল্প নেয়া যায়;

৫.৮.২ অঞ্চলভিত্তিক দেশজ কাঁচামাল নির্ভর প্রতিযোগী মূল্যে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ”এক জেলা এক পণ্য”/ কৃষিভিত্তিক সম্ভবনার বিচারে নির্বাচিত এলাকা ভিত্তিক কর্মসূচী জোরদার করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## রপ্তানির সাধারণ সুযোগ-সুবিধা

**৬.১ রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার :**

৬.১.১ রপ্তানিকারক রপ্তানি আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাদের রিটেনশন কোটায় বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখতে পারেন, যার পরিমাণ সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করবে। বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি দ্বারা প্রকৃত ব্যবসায়িক ব্যয় (Bonafide business expenses) যেমন ব্যবসায়িক ভ্রমণ, অন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ, বিদেশে অফিস স্থাপন ও পরিচালন উৎপাদন উপকরণাদি/ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি প্রভৃতি নির্বাহ করতে পারবে। এছাড়াও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবশ্যক ব্যয় হিসেবে বিদেশস্থ বিপণন প্রতিনিধির পারিশ্রমিক কিংবা বিদেশী এজেন্টের কমিশন রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি দ্বারা নির্বাহ করা যাবে।

**৬.২ রপ্তানি উৎসাহিতকরণ তহবিল (এক্সপোর্ট প্রমোশন ফান্ড):**

৬.২.১ ইপিবিতে একটি রপ্তানি উৎসাহিতকরণ তহবিল (ইপিএফ) থাকবে। এ তহবিল থেকে রপ্তানিকারকদেরকে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে:

৬.২.১.১ পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্রাসকৃত সুদে ও সহজ শর্তে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রদান;

৬.২.১.২ পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিদেশী কারিগরী পরামর্শ এবং সেবা ও প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা প্রদান;

৬.২.১.৩ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিদেশে প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং ওয়্যারহাউজিং সুবিধা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান;

৬.২.১.৪ কারিগরি দক্ষতা ও বিপণন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে পণ্য উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;এবং

৬.২.১.৫ পণ্য ও সেবাসহ বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

**৬.৩ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা:**

৬.৩.১ রপ্তানিকারকদের নগদ সহায়তার পরিরর্তে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ইত্যাদি সার্ভিস খাতে প্রদেয় অর্থ রেয়াতি হারে পরিশোধের সুযোগ, সাবসিডি বা ভর্তুকি দেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা;

৬.৩.২ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৬.৩.৩ WTO এর বিধানের সাথে সংগতি রেখে পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা রয়েছে এমন রপ্তানি সম্ভাবনাময় নতুন পণ্যসমূহের উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলক করার নিমিত্ত নগদ সহায়তা প্রদান। বর্তমানে প্রদেয় নগদ সহায়তা পণ্যওয়্যারী পর্যালোচনাপূর্বক সংযোজন, বিয়োজন ও যৌক্তিকিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

**৬.৪ রপ্তানির অর্থসংস্থান:**

৬.৪.১ রপ্তানি সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল [Export promotion Fund (EPF) বা Export Development Fund (EDF)] থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। EDF এর অর্থ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধিসহ সকল রপ্তানি পণ্যের অনুকূলে এই ফান্ড বরাদ্দকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬.৪.২ সকল রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক/ ইউজেন্স ঋণপত্র খোলার সুবিধা প্রদান করা হবে;

৬.৪.৩ রপ্তানি উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে স্বল্প সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে।

৬.৪.৪ সকল রপ্তানিমুখী শিল্পখাত, আংশিক রপ্তানি খাত, প্রচ্ছন্ন রপ্তানি খাত এবং রপ্তানি খাতের ব্যাংকওয়ার্ড লিংকেজ এর আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক Technology Development Fund/Technology Upgradation Fund (TDF/TUF) হতে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে। এ ফান্ডের আকার আরো বৃদ্ধি করা হবে;

৬.৪.৫ সকল রপ্তানি শিল্প এবং রপ্তানি খাতের ব্যাংকওয়ার্ড লিংকেজ এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানি খাত এর অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রীণ ফান্ড হতে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে।

**৬.৫ রপ্তানি ঋণ:**

৬.৫.১ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্র (irrevocable letter of credit) অথবা নিশ্চিত চুক্তির (confirmed contract) অধীনে রপ্তানিকারকগণ যাতে ঋণপত্র অথবা চুক্তিতে বর্ণিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ ঋণ পেতে পারে এ বিষয়টি বাণিজ্যক ব্যাংকগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করবে;

৬.৫.২ রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন এবং ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য অনলাইন ব্যবস্থা বিস্তৃত করা হবে;

৬.৫.৩ রপ্তানি খাতে স্বাভাবিক ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে স্থিতিশীল রাখা এবং আন্তর্জাতিক বাস্তবতার নিরিখে আরো প্রতিযোগিতামূলক করতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৬.৫.৪ পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি আয়ের সাফল্যের ভিত্তিতে রপ্তানিকারকের ক্যাশ ক্রেডিট সীমা নির্ধারণ হবে। তবে বর্তমান বছরের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা/পরিকল্পনা ক্রেডিট সীমা নির্ধারণে বিবেচনা করা যেতে পারে;

৬.৫.৫ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্রের অধীনে সাইট পেমেন্টের ভিত্তিতে যদি পণ্য রপ্তানি করা হয়, সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে প্রয়োজনীয় রপ্তানি দলিলপত্র জমা দেয়ার শর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভারডিউ সুদ ধার্য করবে না;

৬.৫.৬ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটি থাকবে এবং কমিটি রপ্তানি ঋণের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ, ঋণ প্রবাহ পর্যালোচনা ও মনিটর করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে এই রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কমিটিতে শীর্ষ ব্যবসায়িক সংগঠন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

৬.৫.৭ রাশিয়াসহ অন্যান্য সিআইএস দেশসমূহ, মিয়ানমার, ইরান এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারের প্রয়োজনে ব্যাংকিং চ্যানেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৬.৫.৮ রপ্তানিত্তোর অর্থায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (ECGS) প্রবর্তনের বিষয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.৫.৯ অনুমোদিত ডিলার মূল ঋণপত্রের অধীনে স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অনুকূলে অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু ব্যাক এলসি খুলতে পারবে;

৬.৫.১০ রপ্তানি ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের সুদের হার, এলসি কমিশন, বিবিধ সার্ভিস চার্জ, ব্যাংক গ্যারান্টি, কমিশন ইত্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা হবে;

৬.৫.১১ রপ্তানিতে এসএমই খাতের অংশগ্রহণ ও অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যন্ত স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এসএমই ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

**৬.৬ রেয়াতী বীমা প্রিমিয়াম :**

৬.৬.১ তৈরী পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতি হারে অগ্নি ও নৌ বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণসহ তা সহজে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

**৬.৭ নতুন শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান:**

৬.৭.১ নতুন শিল্পের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ হতে হবে।

৬.৭.২ নতুন রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হবে।

**৬.৮ রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা:**

৬.৮.১ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিবেচিত সকল শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা দেয়ার বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৬.৮.২ রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাস্টমস আইন ১৯৬৯ এর ১৩ ধারা মতে সকল বেসরকারি খাতে বিশেষ করে রপ্তানিমুখী খাতের পাশাপাশি অধিক সম্ভাবনাময় আংশিক রপ্তানি খাতে First Track Basis এ শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কবন্ড সুবিধা প্রদানের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে;

৬.৯ শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাত, পোশাক এবং গার্মেন্টস এক্সেসরিজের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা প্রদান:

৬.৯.১ সরকার শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক-এর পরিবর্তে রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাত, পোশাক এবং গামেন্টস এক্সেসরিজ শিল্পের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা হিসেবে সাবসিডি (নগদ সহায়তা) দিতে পারে। এক্ষেত্রে নগদ সহায়তার হার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এ সুবিধা অন্যান্য খাতেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;

**৬.১০ রপ্তানি সহায়ক সার্ভিসের ওপর ভ্যাট প্রত্যর্পণ সহজীকরণ:**

৬.১০.১ রপ্তানি সহায়ক সার্ভিস যেমন- সিএন্ডএফ সেবা, টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বীমা-প্রিমিয়াম, শিপিং এজেন্ট কমিশন/বিলের উপর ভ্যাট প্রত্যর্পণ নীতি প্রচলিত থাকায় ভ্যাট আদায়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করার সুপারিশ করা হবে;

**৬.১১ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধা:**

৬.১১.১ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে এবং এগুলো ব্যাংক-ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে;

৬.১১.২ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবশিষ্ট ২০% পণ্যের শুল্ক ও কর নিরূপণ পদ্ধতি সহজিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং শুল্ক ও কর পরিশোধের পর উক্ত ২০% পণ্য স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকরণের সুযোগ প্রদান করা হবে;

৬.১১.৩ কমপ্লায়েন্স (Compliance) প্রতিপালনের জন্য রপ্তানিকারকদেরকে কমপ্লায়েন্স সহায়ক যন্ত্রপাতি, পরিবেশবান্ধব শিল্প সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি এবং অভিনব কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং বিনা শুল্কে আমদানির সুযোগ প্রদান করা হবে;

৬.১১.৪ বিশেষায়িত অঞ্চলে/শিল্পঘন এলাকায় Central Effluent Treatment Plant (CETP), Air Treatment Plant (ATP) এবং Solid waste ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থা নেয়া হবে। ETP, ATP এবং Solid waste প্লান্টে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদিও অন্যান্য উপাদান আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হবে;

৬.১১.৫ রপ্তানিমুখী সকল খাতে ফায়ার ডোর, অগ্নি নিয়ন্ত্রণ ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসহ অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি বিনা শুল্কে আমদানির সুযোগ প্রদান করা হবে;

৬.১১.৬ প্রধানত রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির ১০% খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতি ২ বছর অন্তর শুল্কমুক্ত আমানির সুযোগ দেয়া হবে;

৬.১১.৭ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ অগ্রাধিকার ও জরুরি ভিত্তিতে সংযোগসহ সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

**৬.১২ আকাশপথে শাক-সব্জিসহ প্লান্ট, ফল-মূল, ফুল ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান:**

৬.১২.১ শাক-সব্জিসহ প্লান্ট, ফল-মূল, ফুল ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত/যৌক্তিক হারে নির্ধারণের বিষয়ে এয়ারলাইন্সসমূহ বিবেচনা করবে। পণ্য হ্যান্ডেলিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চেকিং চার্জ অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতামূলক হার নির্ধারণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা। তাছাড়া এসকল পণ্য পরিবহনের জন্য কার্গো সার্ভিস চালু করা;

৬.১২.২ পঁচনশীল পণ্য হিসেবে তাজা শাক-সব্জি, ফল-মূল, ফুল, উদ্ভিদজাত ও প্রাণিজাত পণ্যের গুণগত মান ও সজীবতা অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন Third Terminal সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা স্থাপন/নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৬.১২.৩ পরিবহন ব্যবস্থা সহজলভ্য এবং সুলভ করার নিমিত্ত এয়ার কার্গো ভাড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৬.১২.৪ কৃষিপণ্য প্যাকিং এর জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কার্টুন Corrugated Fibre Board (CFB) আমদানিতে শুল্ক হ্রাসসহ এখাতে শিল্পায়ন উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ও কর সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

**৬.১৩ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশি এয়ার-লাইন্স-এর কার্গো সার্ভিস সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য রয়্যালটি প্রত্যাহার:**

৬.১৩.১ শাক-সব্জি পরিবহনের রয়্যালটি গ্রহণ করা হয় না। একই ধরনের সুবিধা পান, ফুল ও ফল-মূলসহ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত উদ্ভিদজাত ও প্রাণিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে বহাল রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৬.১৩.২ বিদেশি এয়ার লাইন্স-এর কার্গো সার্ভিসে স্পেস বৃদ্ধি এবং যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় ফুল, ফল-মূল, শাক-সব্জি ও অন্যান্য উদ্ভিদজাত ও প্রাণিজাত পণ্য বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

**৬.১৪ রপ্তানিমুখী ছোট ও মাঝারী কৃষি খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান:**

৬.১৪.১ রপ্তানি উদ্দেশ্যে শাক-সব্জি, ফল-মূল, তাজা ফুল, অর্কিড, অর্নামেন্টাল প্লান্ট, মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্য প্রভৃতি উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানকল্পে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) একর পর্যন্ত কৃষি খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা দেয়া হবে;

৬.১৪.২ পণ্যের দ্রুত পঁচনরোধে সমন্বিত কূলিং চেইন (Integrated cooling chain) স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে রিফার ভ্যান ও রিফার কনটেইনার আমদানিতে প্রয়োজনীয় নীতি সুবিধা প্রদান।

**৬.১৫ গবেষণা এবং উন্নয়ন:**

৬.১৫.১ রপ্তানি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি আমদানি শুল্ক ও করমুক্ত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সুবিধা ভোগের যোগ্য বিবেচিত হবে।

৬.১৫.২ **নীতি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎপাদকারী/রপ্তানিকারক কর্তৃক Recearch & Development (R&D) খাতে বার্ষিক টার্নওভারের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়কে বিবেচনা করা যেতে পারে।**

৬.১৫.৩ রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চাহিদার ভিত্তিতে (Need Based) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

**৬.১৬ সাব-কন্ট্রাক্টিং ভিত্তিক রপ্তানিতে উৎসাহ ও সুবিধাঃ**

৬.১৬.১ রপ্তানিমুখী শিল্পে শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন ও পশ্চাদ সংযোগ শিল্প গড়ে তুলতে সাব-কন্ট্রাকটিং ভিত্তিক রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৬.১৬.২ মূল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় সাব-কন্ট্রাকটিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্রাপ্য হবে।

৬.১৬.৩ সাব-কন্ট্রাকটিং প্রতিষ্ঠানসমূহকেও কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সাব-কন্ট্রাকটিং প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন করতে পারে সেলক্ষ্যে তাদের অনুকূলে মূল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

**৬.১৭ মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা ও প্রাসংগিক সহায়তা প্রদান :**

৬.১৭.১ বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বাংলাদেশী পণ্যের আমদানিকারককে মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের বাণিজ্যিক কর্মকর্তাগণকে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/দূতাবাসে সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি প্রয়োজন মনে করে, সেক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে;

৬.১৭.২ বাংলাদেশি রপ্তানিকারক/ব্যবসায়ীদের অন্য দেশের ভিসা প্রাপ্তিতে ইপিবি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে ইপিবি-তে হেল্প ডেস্ক খোলা হবে; এবং

৬.১৭.৩ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন এবং কমার্শিয়াল কাউন্সিলরগণ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য তাদের কার্যক্রম আরো গতিশীল করবেন, দেশীয় রপ্তানিরকারকদের সাথে বিদেশি আমদানিকারকদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা জোরদার করবেন।

**৬.১৮ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ:**

৬.১৮.১ বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষত: ডব্লিউটিও ও বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিএফটিআই এবং অন্যান্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৬.১৮.২ রপ্তানি বাণিজ্যের বিধি-বিধান সম্পর্কে রপ্তানিকারককে অবহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করবে।

**৬.১৯ বিদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও একক প্রদর্শনী আয়োজন এবং অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ:**

৬.১৯.১ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক দেশীয় প্রদর্শনী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে এবং বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে। এ সকল কার্যক্রমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

**৬.২০ স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্স ও বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণ:**

৬.২০.১ রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ঢাকার পূর্বাচলে নির্মিত স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্স এ মেলা আয়োজনে নতুন পণ্য, নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা;

৬.২০.২ বাজার অনুসন্ধান ও বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণ এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিদেশি ব্যবসায়ীদের যোগসূত্র স্থাপনে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে সকল সহায়তা দেয়া হবে;

**৬.২১ সাধারণ ও পণ্যভিত্তিক মেলা:**

৬.২১.১ বিদেশি ক্রেতাদের সমাগম ও তাদের নিকট রপ্তানি পণ্যের পরিচিতি বাড়ানোসহ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দেশে আন্তর্জাতিক মানের সাধারণ এবং পণ্য ভিত্তিক মেলার আয়োজন করা হবে;

**৬.২২ পণ্য জাহাজীকরণ:**

৬.২২.১ পণ্য জাহাজীকরণ/পরিবহন ব্যবস্থা সহজিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কেউ বিমান চার্টার করতে চাইলে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে;

৬.২২.২ আমদানি ও রপ্তানি পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে শুল্কায়ন সম্পর্কিত সেবাসমূহ দ্রুততর করার নিমিত্ত ওয়ান-স্টপ-ব্যবস্থাসহ অটোমেশন ও আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার বৃদ্ধি হবে;

৬.২২.৩ **সমুদ্র পথে পণ্য রপ্তানির জন্য জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ পরিপালন করতে হবে। দেশিয় জাহাজের পাশাপাশি বিদেশি জাহাজের মাধ্যমেও রপ্তানি পণ্যপরিবহনের সুযোগ থাকবে।**

**৬.২৩ সরাসরি বিমান বুকিং ব্যবস্থা:**

৬.২৩.১ দেশের উত্তরাঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের টাটকা শাক-সব্জি ও অন্যান্য পঁচনশীল পণ্য সহজে গন্তব্যস্থলে পৌছানো এবং পণ্যের গুনগতমান অক্ষুণ্ন রাখার সুবিধার্থে রাজশাহী ও সৈয়দপুরসহ সংশ্লিষ্ট সকল অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর থেকে ঐ সকল পণ্যের সরাসরি বুকিং সুবিধা অব্যাহত থাকবে;

**৬.২৪ অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান:**

৬.২৪.১ কম্পোজিট নিট/হোসিয়ারী বস্ত্র ও পোশাক প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলোকে অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহিত প্রদান করা হবে। এছাড়া অন্যান্য শিল্পকেও অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

**৬.২৫ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) স্থাপন:**

৬.২৫.১ রপ্তানিকারকগণ যাতে সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন সেজন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ট্রেড ইনফরমেশন সেন্টার (টিআইসি) কে আরও জোরদার ও আধুনিকীকরণ করা হবে;

**৬.২৬ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি-সুবিধাঃ**

৬.২৬.১ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে;

৬.২৬.২ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকগণের মাধ্যমে অর্জিত রপ্তানি আয় পৃথকভাবে প্রদর্শনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

**৬.২৭ বিবিধঃ**

৬.২৭.১ রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল, ফেব্রিক্স, স্যাম্পল আমদানি/প্রেরণের জন্য পোর্টে/বিমানবন্দরে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ/পৃথক উইন্ডো স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৬.২৭.২ ঢাকা শহরের বাইরে উপযুক্ত কোন জায়গায় একটি আধুনিক আইসিডি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে;

৬.২৭.৩ চট্টগ্রামের বন্দরের জেটি সম্প্রসারণ, New Mooring Container Terminal (NCT) এ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনপূর্বক অবকাঠামোগত উন্নয়ন (বিশেষত:পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্রেনসুবিধা) করা হবে।

৬.২৭.৪ বিদেশে বিশেষ ধরণের ওয়্যার হাউস স্থাপনসহ ট্রেডিং হাউস, এক্সপোর্ট হাউস, বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন উৎসাহিত করা হবে;

৬.২৭.৫ রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে;

৬.২৭.৬ Anti-dumping issueতে Cost Accounting Standard নিশ্চিত করা হবে।

৬.২৭.৭ পণ্য ও সেবা খাতভিত্তিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউট/কাউন্সিল স্থাপনে পদক্ষেপ নেয়া হবে। তাছাড়া বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন কোর্সে রপ্তানি পণ্য ও সেবা খাত উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৬.২৭.৮ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে রপ্তানিকারক কর্তৃক বিদেশে এজেন্সী নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৬.২৭.৯ ডব্লিউটিও-এর নীতিমালায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত সুবিধা চিহ্নিতকরণ এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৬.২৭.১০ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে গুণগতমান অর্জনের জন্য আইএসও ৯০০০ এবং পরিবেশগত বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত আইএসও ১৪০০০, খাদ্য নিরাপত্তা (FSMS) সংক্রান্ত আইএসও ২২,০০০ এবং জ্বালানি ও শক্তি সংক্রান্ত আইএসও ৫০০১ অর্জনে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৬.২৭.১১ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত এলসি ও ইএক্সপি ফরমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুসৃত হারমোনাইজড কোড ব্যবহারের লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্যের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাসম্বলিত কোড ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

৬.২৭.১২ আর্থিক ও রাজস্ব সুযোগ-সুবিধাগুলি সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৬.২৭.১৩ কমলাপুর আইসিডি'র এবং পানগাঁও আইসিটির মাধ্যমে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় দিনের বেলায় কাভার্ড ভ্যান চলাচলের সুযোগ প্রদান করা হবে;

৬.২৭.১৪ এগ্রো প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেস্ড পণ্যসমূহের রপ্তানির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ-পথ, রেলপথ ও সড়ক পথে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা করা হবে;

৬.২৭.১৫ রপ্তানি বাণিজ্যে লীড টাইম হ্রাস এবং ব্যবসা পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত রপ্তানি খাতসমূহের যেসকল এসোসিয়েশনের সক্ষমতা রয়েছে তাদের অনুকূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে Utilization Declaration (UD) জারির অনুমতি প্রদান;

৬.২৭.১৬ বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদান এবং শিল্পে নতুন উদ্যোক্তাদের আগমন উৎসাহিতকরণের জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ Exit Policy প্রণয়ন;

৬.২৭.১৭ রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামালের সহজলভ্যতা বজায় রাখা এবং সাপ্লাই চেইন নির্বিঘ্নকরণের লক্ষ্যে খাতভিত্তিক সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউজ স্থাপনের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.২৭.১৮ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং জাতীয় ট্রেড পোর্টালের আওতায় একটি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হবে। এই ডাটা ব্যাংক রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অন্যান্য সরকারি- বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদেরকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করবে। এই ডাটা ব্যাংকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের তথ্য-উপাত্ত থাকবে:

- বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের Bilateral Country Profile করা;
- পণ্যভিত্তিক মূল্যমান এবং পরিমাণসহ রপ্তানি উপাত্ত;
- রপ্তানি মূল্য এবং খাতওয়ারী রপ্তানি আয়;
- দেশভিত্তিক পণ্য আমদানির পরিমাণ ও ব্যয়;
- দেশভিত্তিক উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের (যেগুলো বাংলাদেশ উৎপাদন ও রপ্তানি করে থাকে) উৎপাদনের উপাত্ত;
- আমদানি ও রপ্তানি মূল্য সূচক;
- বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী বিপণনকারীদের তালিকা;
- পণ্যভিত্তিক চাহিদা ও সরবরাহের পার্থক্য;
- খাতওয়ারী বিনিয়োগ ও অর্থায়নের উপাত্ত;
- বিভিন্ন দেশে WTO, APTA, SAFTA-এর আওতায় প্রাপ্ত GSP সুবিধা ও শুল্কসুবিধা;
- রুলস্ অব অরিজিন এর শর্তসমূহ;
- স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির শর্তসমূহ;
- বিভিন্ন দেশের হালনাগাদ ট্যারিফ হার;
- অন্যান্য।

## সপ্তম অধ্যায়

## রপ্তানির পণ্যভিত্তিক সুবিধাদি

**৭.১ বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাত:**

৭.১.১ বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও যন্ত্রপাতি স্থাপন এবংবন্দর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সাথে কার্যকর সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে এলসিএল পণ্য খালাস ও জাহাজীকরণ পদ্ধতি সহজীকরণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সমস্যার সমাধান ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তৈরি পোশাক রপ্তানির 'লীড টাইম' কমিয়ে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.১.২ নারায়ণগঞ্জের শান্তির চরে গড়ে উঠা "নীট পল্লী" সহ সকল বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চলে গড়ে উঠা 'পোশাক পল্লী'এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ইউটিলিটি সুবিধাসহ বর্জ্য ও দূষিত পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.১.৩ অন্যান্য পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পানি শোধন প্ল্যান্ট (waste water treatment plant) স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে;

৭.১.৪ তৈরি পোশাক কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, অগ্নি, বিল্ডিং দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং কারখানা পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স শর্ত প্রতিপালনে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। তাছাড়া সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি সমন্বিত ও যৌক্তিক কমপ্লায়েন্স নীতিমালা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.১.৫ পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করানো এবং ম্যানেজমেন্ট এর সাথে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে/বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি (এসোসিয়েশন) সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৭.১.৬ তৈরি পোশাকের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য ব্রাজিলসহ মারকোসুর, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, রাশিয়াসহ সিআইএসভুক্ত দেশ, জাপান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ, South African Developing Countries (SADC) এর বিভিন্ন দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসহ বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, একক দেশীয় বস্ত্র ও তৈরি পোশাক মেলার আয়োজন, আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.১.৭ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আমদানিকৃত তুলার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে দেশে তুলার উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.১.৮ তৈরি পোশাকে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং আমদানিকারক দেশসমূহের চাহিদা পরিপ্রেক্ষিতে তুলার বিকল্প কৃত্রিম ফাইবার (Man Made Fiber) নির্ভর বস্ত্র ও পোশাক শিল্প স্থাপনে স্বল্প সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং শুল্ক ও কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান;

৭.১.৯ Man Made Fiber খাতে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণে নির্দিষ্ট Special Economic Zone নির্ধারণ করা যেতে পারে;

৭.১.১০ কৃত্রিম আঁশ (Man made Fiber) এর দ্বারা তৈরি সূতার ক্ষেত্রে আদায়যোগ্য মূসকের পরিমাণ কটন সূতার অনুরূপ করা;

৭.১.১১ গার্মেন্টস রপ্তানিতে অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফেকচারিং (OEM) এবং অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফেকচারিং (OBM) ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়োজনীয় নীতি সুবিধা প্রদান;

৭.১.১২ রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান;

৭.১.১৩ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামালের জন্য শুল্কের সমপরিমাণ ব্যাংক-গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উল (artificial wool) দ্বারা বন্ড লাইসেন্স বিহীন প্রতিষ্ঠানকে বন্ড বহির্ভূত এলাকায় হাতে বোনা সোয়েটার রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদনের সুযোগ প্রদান করা;

৭.১.১৪ দেশে তুলা সরবরাহ নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক পরিষদ গঠন করা হবে;

৭.১.১৫ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.১.১৬ দেশের সকল তৈরি পোশাক কারখানার জন্য বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ধরনের ক্রেতাদের চাহিদা সমন্বয় করে ন্যুনতমভাবে পালনযোগ্য একটি Standard Unified Code of Compliance প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং

৭.১.১৭ অঞ্চল (মহাদেশ) ভিত্তিক ক্রেতাদের রুচি, চাহিদা (হালাল) এবং ডিজাইন ও ফ্যাশন ট্রেন্ড অনুযায়ী বস্ত্র ও তৈরি পোশাক ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজসহ সংশ্লিষ্ট সকল রপ্তানি পণ্য উন্নয়ন ও ভবিষ্যত প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গবেষণা ও উন্নয়ন (research & development) কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৭.২ **চামড়া শিল্প:**

৭.২.১ অন্যতম বৃহত্তম ও শ্রমঘন রপ্তানি খাত হিসেবে চামড়া খাতের অনুকূলে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ (যথা: ইডিএফ এর আকার, বিদ্যমান বন্ড ব্যবস্থার ক্ষেত্রে Inter Bond Transfer Facilities,অগ্নি ও বিল্ডিং সেফটি এবং কমপ্লায়েন্ট সংশ্লিষ্ট ইকুইপমেন্ট) তৈরি পোশাক শিল্পের অনুকূলে প্রদত্ত সুবিধার অনুরূপ করা হবে;

৭.২.২ চামড়া শিল্পের কাঁচামাল সহজলভ্যকরণ এবং উল্লেখযোগ্যভাবে লীড টাইম কমানোর লক্ষ্যে ‘Central Bonded Warehouse’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.২.৩ কমপ্লায়েন্ট পাদুকা ও চামড়াজাত শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট কারখানাসমূহকে সবুজ রং শ্রেণিভুক্তকরণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.২.৪ রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী ট্যানারী মালিক ও ট্যানারী বিহীন রপ্তানিকারকগণের অনুকূলে ফ্ল্যাট রেটে/ শুল্কমুক্তভাবে অপরিহার্য কেমিক্যালসমূহ আমদানির সুবিধা প্রদান করা হবে;

৭.২.৫ রুগ্ন চামড়া শিল্প কারখানাগুলোকে পলিসি সাপোর্টের মাধ্যমে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সুবিধা প্রদান করা হবে;

৭.২.৬ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষম করার লক্ষ্যে শক্তি বৃদ্ধি করে রপ্তানি প্রসারের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.২.৭ আমদানি বিকল্প চামড়া প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল তৈরি শিল্প, জুতার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও চামড়া শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ (accessories) দেশীয়ভাবে উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বা যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে;

৭.২.৮ লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৭.২.৯ চামড়াজাত পণ্য ও জুতার পাশাপাশি সিনথেটিক/ফেব্রিকস এর মিশ্রণে তৈরি জুতা শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জয়েন্ট ভেঞ্চার ইনভেস্টমেন্টকে উৎসাহিত করা হবে;

৭.২.১০ রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্পের জন্য বিদ্যমান বন্ড সুবিধা অধিকতর সহজ ও সময়োপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.২.১১ বিদ্যমান শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ পদ্ধতি সহজ, প্রতিযোগিতামূলক ও সময়াবদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.২.১২ চামড়াজাত পণ্যের মান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন,পণ্যে বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং চামড়া শিল্পে (বিএমআরই) ভারসাম্য, আধুনিকীকরণ, পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত ‘প্ল্যান অব এ্যাকশন’ গ্রহণ করা হবে;

৭.২.১৩ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে বড় উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের যোগদানে সহায়তা প্রদান;

৭.২.১৪ চামড়াখাতে কাঙ্খিত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রণীত 'চামড়া খাতের রপ্তানি উন্নয়নে রোডম্যাপ' এবং Technology Centre (TC) বাস্তবায়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। চামড়া খাতে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কারখানা সংস্কারে বৃহৎ, মাঝারী, ক্ষুদ্র সকল পর্যায়ের কারখানার অনুকূলে Export Readiness Fund (ERF) হতে ফান্ড প্রদান করা হবে;

৭.২.১৫ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য উন্নত রসায়নাগার স্থাপনসহ সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে;

৭.২.১৬ চামড়া শিল্পের ব্যবস্থাপনা সংকট উত্তরণের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাদের জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.২.১৭ চামড়া শিল্পে নিম্ন হারযুক্ত নাইট্রোজেন ও সোডিয়াম ক্লোরেট ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। চামড়াজাত রপ্তানি পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.২.১৮ ট্যানারী মালিক ও এজেন্টদের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করা হবে যাতে করে ট্যানারী মালিকদের সেলস্ নেগোশিয়েশন ও মার্কেটিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায়;

৭.২.১৯ ট্যানারী মালিকদের ক্রাস্ট লেদার থেকে ফিনিশড্ লেদার উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে;

৭.২.২০ জুতা ও চামড়াজাত পণ্যে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারটিকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.২.২১ রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ডিজাইন ও ফ্যাশন ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ লেদার টেকনোলজি কলেজকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.২.২২ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদানে সহায়তা দেয়া হবে; এবং

৭.২.২৩ চামড়া শিল্পের জন্য কেমিক্যাল ও অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.৩ **পাট শিল্প:**

৭.৩.১ বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বৈদেশিক মিশনসমূহকে গতিশীল করা, বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান করা;

৭.৩.২ মোংলা বন্দর হতে বিভিন্ন রুটে ফিডার ভেসেল চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭.৩.৩ পাটজাত পণ্যের রপ্তানিকারকদের অনুকূলে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প সুদ/সার্ভিস চার্জে ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করবে;

৭.৩.৪ পাটজাত পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, পাটকলসমূহের বিএমআরই ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পাট শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' গ্রহণ করা;

৭.৩.৫ পাটজাত পণ্য এবং বৈচিত্র্যকৃত পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে;

৭.৩.৬ পাটজাতপণ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগে ডিজাইন সেন্টার স্থাপনে সরকারি সহায়তা প্রদান করা;

৭.৩.৭ পাটপণ্যকে কৃষিপণ্যের ন্যায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষাবাদে উৎসাহিত করা।

৭.৪. **প্রাথমিক কৃষি-পণ্য:**

৭.৪.১ উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যেরমান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পথ নকশা তৈরি করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিভাগ এবং বিএসটিআই-সহ অন্যান্য মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.৪.২ রপ্তানিযোগ্য শাক-সব্জি, আলু, পান ও আমসহ ফল-মূল, উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য উৎপাদনে মান ও ট্রেসাবিলিটি বজায় রাখার লক্ষ্যে ফসল/ Land Zoning, কণ্ট্রাক্ট ফার্মিং এবং উত্তম কৃষি পদ্ধতি [Good Agricultural Practices (GAP)] ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে;

৭.৪.৩ শাক-সব্জি, ফুল ও ফল-মূল ফলিয়েজ এবং উৎপাদনের জন্য উদ্যোগী রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সরকারি খাসজমি বরাদ্দ দেয়া এবং রপ্তানি পল্লী গঠনে উৎসাহিত করা হবে;

৭.৪.৪ শাক-সব্জি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফল-মূল রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্যাকেজিং সামগ্রীর দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হবে;

৭.৪.৫ আলু, পান, আম ও অন্যান্য ফল-মূল ও শাক-সবজি রপ্তানিতে আমদানিকারক দেশের Phyto-sanitary Requirement পূরণের জন্য বিদ্যমান টেস্ট ফ্যাসিলিটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট এ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণ। প্যাথোজেন, রোগ-বালাই সনাক্তকরণের পাশাপাশি Heavy Metal, Chemical analysis, এবং Maximum Residue Level (MRL) নির্ণয় করার সক্ষমতা তৈরিকরণ;

৭.৪.৬ শাক-সব্জি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফলমূল উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে;

৭.৪.৭ কৃষিভিত্তিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল প্রকার সংক্রমণমুক্ত পণ্য রপ্তানির জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মূল ভূমিকা পালন করবে;

৭.৪.৮ পান রপ্তানির ক্ষেত্রে স্যালমোনিলা মুক্ত পান প্রাপ্তির বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৭.৪.৯ কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে Cool Chain System অনুসরণের লক্ষ্যে ঢাকার শ্যামপুরে স্থাপিত Central Warehouse এর ন্যায় অন্যান্য বিভাগীয় শহরে Central Warehouse নির্মাণ এবং রপ্তানির সুবিধার্থে বিমান বন্দরের নিকটে প্যাকিং সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.৪.১০ আমদানিকারক দেশের আমদানি শর্ত পূরণ ব্যতীত যাতে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানি না হয় সে জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হবে এবং রপ্তানিকারক ও চাষীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.৪.১১ রপ্তানিযোগ্য আলু, ফল-মূল ও শাক সবজি উৎপাদনের জন্য বালাইমুক্ত এলাকা (Pest Free Area-PFA) এবং কম বালাই এর উপস্থিতি আছে (Area of Low Pest Prevalence-ALPP) এমন এলাকা তৈরির জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.৪.১২ উৎপাদন পর্যায়ে Primary Collection Centre স্থাপন এবং উৎপাদন এলাকাভিত্তিক প্যাকিং হাউজ (Warehouse) গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.৪.১৩ ফাইটো-স্যানিটারি কার্যক্রমকে দক্ষ ও শক্তিশালী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ই-ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম বিস্তৃত করা হবে;

৭.৪.১৫ দেশীয় চাহিদার পাশাপাশি রপ্তানি বাজারের চাহিদা অনুসারে রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্যের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৭.৫ **হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্য পণ্য:**

৭.৫.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নত সনাতনী পদ্ধতি **(improved extensive)** ও আধা নিবিড় (semi intensive) চিংড়ি ও মৎস্য চাষের পদ্ধতি অবলম্বন করে চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি ও মৎস্য চাষীদেরকে স্বল্প সুদে সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ প্রদান করা হবে;

৭.৫.২ হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য খাতে মূল্য-সংযোজিত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির লক্ষ্যে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান করা হবে;

৭.৫.৩ পণ্যের উন্নতমান এবং এসপিএস (Sanitary and Phyto-sanitary) সংশ্লিষ্ট মান নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বা যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন accredited টেস্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.৫.৪ হিমায়িত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বিনা শুল্কে অপরিহার্য মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি আমদানি উৎসাহিত করা হবে। মৎস্য অধিদপ্তর ও বিসিএসআইআর তাদের accredited টেস্টিং ল্যাবরেটরী উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৭.৫.৫ হ্যাচিং থেকে মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং-এর সকল পর্যায়ে একটি বিশেষ তদারকি ব্যবস্থা বা ট্রেসেব্যালিটি (traceability) সিস্টেম গড়ে তোলা হবে যাতে করে দূষিত (contaminated) হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির আশংকা কমিয়ে আনা যেতে পারে;

৭.৫.৬ হিমায়িত খাদ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে একক দেশীয় মেলার আয়োজন, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.৫.৭ আমদানিকৃত ফিশ-ফিড ব্যবহারের উপযোগী কি-না এবং তাতে কোনো দূষিত বা নিষিদ্ধ উপাদান বা সাবসটেন্স আছে কিনা, তা পণ্য চালান খালাসের পূর্বে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। BSTI ও মৎস্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে; মান যাচাই ব্যবস্থা উন্নততর ও বিস্তৃত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৭.৫.৮ রপ্তানির উদ্দেশ্যে আহরণোত্তর স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি ও মৎস্য নিরাপত্তায় প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় দ্রুত পৌঁছার জন্য চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন এলাকায় Common Receiving Centre এবং Cold Storage স্থাপনে প্রয়োজনীয় খাসজমি বরাদ্দ ও অবকাঠামো নির্মাণে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.৫.৯ শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা গুলোতে স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রকার মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং সামুদ্রিক মাছ আহরণকারী ট্রলার শিল্পের প্রয়োজনীয় ফিশিং গিয়ার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানিতে যুক্তিসংগতভাবে শুল্ক সুবিধা প্রদান;

৭.৫.১০ ত্রুটিযুক্ত বা অন্যকোনো কারণে রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়ি ও মাছের কন্টেইনার (Bangladesh Origin) বিদেশ হতে বাংলাদেশে ফেরত আসলে তা বিদ্যমান কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ২২(গ) ধারা অনুযায়ী শুল্ক বিভাগ কর্তৃক দ্রুত ছাড়করণের পদ্ধতি সহজীকরণ;

৭.৫.১১ চিংড়ি ও মৎস্য চাষ ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় কৃষি শস্যের অনুরূপ চিংড়ি ও মৎস্য বীমা চালু করা হবে;

৭.৫.১২ চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষাঞ্চলে বাঁধ সংস্কার, খাল খননসহ অন্যান্য অবকাঠামো তৈরিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা;

৭.৫.১৩ চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে পোনা, খাদ্য, বিদ্যুৎ ও কেমিক্যাল ইত্যাদিতে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.৫.১৪ চিংড়ি ও মৎস্য চাষীদেরকে উন্নত সনাতনী চিংড়ি ও মৎস্য চাষ ও আধা নিবিড় চিংড়ি ও মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে;

৭.৫.১৫ Specific Pathogen Free (SPF) বা ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি ও মৎস্য পোনা সরবরাহে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.৫.১৬ Specific Pathogen Free (SPF) বা ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি ও মৎস্য পোনা বিনা শুল্কে আমদানির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.৫.১৭ দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিবন্ধিত ক্ষুদ্র চিংড়ি ও মৎস্য চাষীদের স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা দেয়া হবে;

৭.৫.১৮ বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি (Black Tiger)-কে ‘‘জাতীয় ব্রান্ড’’ হিসেবে বিশ্বে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.৫.১৯ রপ্তানিতে ব্যাপক চাহিদা থাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে কাঁকড়া (Crab) ও কুঁচে (Eel) চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া এ দু'টি ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.৫.২০ ক্ষতিকর কেমিক্যালমুক্ত চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন ও বিপণনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.৫.২১ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ও উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে চিংড়ি রপ্তানিতে হ্রাসকৃত হারে ব্যাংক প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণের ব্যবস্থা করা;

৭.৫.২২ রুগ্ন অথচ কর্মক্ষম চিংড়ি এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানাগুলোকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৭.৫.২৩ ভেনামী প্রজাতির চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষাবাদ উন্মুক্তকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৭.৬ **চা শিল্প:**

৭.৬.১ চা বাগানের আওতাধীন অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.৬.২ রুগ্ন চা বাগানগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.৬.৩ মূল্য প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে চা বাগানগুলোর মধ্যে গ্যাস সংযোগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.৬.৪ যে সকল চা বাগানের ইজারা কার্যক্রম এখনও সম্পাদিত হয়নি, তা দ্রুত সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা দেয়া হবে;

৭.৬.৫ আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে চায়ের গুণগতমান উন্নয়ন ও চায়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এবং চা কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৭.৬.৬ দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্রাকার খামারে চা উৎপাদনকারীদের ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে;

৭.৬.৭ প্যাকেট-চা রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আমদানিকৃত মোড়ক সামগ্রীর জন্য এফওবি মূল্যের ওপর বিধি মোতাবেক ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা/বন্ড সুবিধা প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে বিনা শুল্কে মোড়ক সামগ্রী আমদানির সুযোগ দেয়া হবে;

৭.৬.৮ বিদেশে চায়ের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.৬.৯ বিদেশে বাংলাদেশি চা বাজারজাতকরণে "শ্রীমঙ্গল টি" ব্র্যান্ড নেইম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশ টি বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৭.৬.১০ চা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.৬.১১ চা শিল্পের উন্নয়নসহ চা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত ‘উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প' বাস্তবায়নে কার্যক্রম জোরদার করা হবে;

৭.৬.১২ চা হতে বহুমুখী পণ্য উৎপাদন এবং চা রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান;

৭.৬.১৩ জাতীয় ’চা’ দিবস উপলক্ষ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশি চায়ের ব্যাপক ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম গ্রহণ।

৭.৭ **তথ্য প্রযুক্তি:**

৭.৭.১ তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে আইসিটি’র সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যসহ সকল ধরণের ব্যবসায়িক কার্যক্রম যেগুলোর জন্য সরকারের অনুমতি আবশ্যক সেগুলো পরিচালনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

৭.৭.২ আইটি খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে যোগাযোগ জোরদারকরাসহ বিদেশে বিপণন কেন্দ্র খোলার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হবে;

৭.৭.৩ সফটওয়্যার উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য দেশে ‘‘আইটি পার্ক’’ স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৭.৭.৪ ন্যাশনাল আইটি ব্যাক-বোন-এর সাথে সাব-মেরিন ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগ, হাই স্পীড ডাটা ট্রান্সমিশন লাইন সহজলভ্য করা এবং আঞ্চলিকভাবে আইটি খাতের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.৭.৫ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.৭.৬ আইটি খাতের রপ্তানি প্রসারের জন্য বাংলাদেশের ICT Industry Branding এর লক্ষ্যে ইপিবি ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.৭.৭ আন্তর্জাতিক ও দর্শনীয় স্থানে আইটি মেলায় সফটওয়্যার প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও ইকুপমেন্ট নিয়ে যাওয়া ও ফেরত আনার ব্যাপারে কাস্টমস, আমদানি ও রপ্তনি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো সহায়তা করবে;

৭.৭.৮ এলসি এবং চুক্তি সম্পাদনের মত সফটওয়্যার ও আইটি খাতে Confirmed Work Order এর মাধ্যমে ব্যাংক চ্যানেলে আগত বৈদেশিক মুদ্রাকে রপ্তানি আয় হিসেবে গ্রহণ করা হবে;

৭.৭.৯ সারাদেশে ইন্টারনেট ব্রড ব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিত করা এবং ব্যান্ডউইথ এর মূল্য সারদেশে যৌক্তিক রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে;

৭.৭.১০ তথ্য প্রযুক্তি খাতকে ‘Export Development Fund’ এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে;

৭.৭.১১ আইসিটি সেক্টরে কর্মরত মিড-লেভেল ম্যানেজমেন্টকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার নিমিত্ত সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.৭.১২ ফ্রিল্যান্সিং খাতে কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে নীতি সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানিকৃত সেবা হতে প্রাপ্ত আয় সরাসরি ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আনয়নের ক্ষেত্রে উপযোগী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রবর্তন;

৭.৭.১৩ ডিজিটাল পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণে টেস্টিংল্যাব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.৭.১৪ ওয়ারেন্টি ও স্যাম্পল পণ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত ও শুল্ক মুক্ত সুবিধায় বিদেশ থেকে আনা ও পাঠানো নিশ্চিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

**৭.৮ ঔষধ শিল্প:**

৭.৮.১ ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে পাসবুক পদ্ধতি অথবা ভিন্নতর পদ্ধতি চালু করার বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে;

৭.৮.২ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত Active Pharmaceutical Ingredient পার্ক পূর্ণাঙ্গরূপে চালুকরণে কার্যক্রম গ্রহণ;

৭.৮.৩ চট্টগ্রামেও ঢাকার অনুরূপ Active Pharmaceutical Ingredient পার্ক প্রতিষ্ঠা ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.৮.৪ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ প্রেক্ষাপটে ঔষধ শিল্পের কাঁচামালের যোগান প্রতিযোগিতামূলক ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে এপিআই খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রণীত “জাতীয় এপিআই **Active Pharmaceutical Ingredients** ও ল্যাবরেটরি বিকারক **(Reagents)** উৎপাদন ও রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি” বাস্তবায়নে কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.৮.৫ ঔষধ রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারসমূহের সংশ্লিষ্ট মাননিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সাথে Mutual Recognition Agreement (MRA) স্বাক্ষর/অনুমোদন গ্রহণে উৎসাহ প্রদান;

**৭.৯ প্লাস্টিক খাত:**

৭.৯.১ মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্লাস্টিক শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৭.৯.২ প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে Inter Bond Transfer Facilities প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

৭.৯.৩ প্লাস্টিক খাতের প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং সাধারণ রপ্তানিকারক উভয়ের জন্যই EDF তহবিলে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা;

৭.৯.৪ প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মোল্ড স্থাপনে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৭.৯.৫ বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি প্লাস্টিক পণ্যের পরিচিতিদান এবং রপ্তানি উন্নয়নের নিমিত্ত অধিকহারে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত সহযোগিতা প্রদান;

৭.৯.৬ প্লাস্টিক পণ্য ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজ পণ্যের মান পরীক্ষা ও সনদ প্রদানের জন্য এ্যাক্রেডিটেড ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া BSTI কর্তৃক এ সকল পণ্যের মান পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭.৯.৭ প্লাস্টিক খাতে প্রদর্শিত রপ্তানি আয়ে প্রচ্ছন্ন এবং সরাসরি উভয় প্রকার রপ্তানি আয়কে অন্তর্ভুক্তকরণ;

৭.৯.৮ প্লাস্টিক শিল্প খাতকে গ্রীণ শ্রেণিভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.৯.৯ প্লাস্টিক খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য উৎপাদনে বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) এর 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) নীতি বাস্তবায়ন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। উৎপাদিত Recycled পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৭.৯.১০ প্লাস্টিক পণ্যের জন্য গঠিত বিজনেস কাউন্সিলের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৭.১০ **জাহাজ নির্মাণ শিল্প:**

৭.১০.১ শ্রমঘন ও সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত হিসেবে জাহাজ নির্মাণ শিল্প খাতে প্রণীত ‘জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০২১’ এর আলোকে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.১০.২ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহের জন্য পুন:অর্থায়ন তহবিল গঠনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৭.১১ **হালকা প্রকৌশল পণ্য:**

৭.১১.১ হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়নের জন্য ঢাকার অদূরে ‘‘লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার ভিলেজ’’ গড়ে তোলা হবে;

৭.১১.২ হালকা প্রকৌশল পণ্যের মান পরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি ও কমন ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। হালকা প্রকৌশল পণ্য উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.১১.৩ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে হালকা প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.১১.৪ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাতের কারখানাগুলোকে পরিবেশগত সবুজ শ্রেণীভূক্ত করার জন্য শিল্প মালিকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে;

৭.১১.৫ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে উন্নত প্রযুক্তি স্থাপনে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.১১.৬ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.১১.৭ হালকা প্রকৌশল খাতের পণ্য ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হার যৌক্তিকিকরণ এবং হালকা প্রকৌশল খাতের উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান।

৭.১২ **কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য:**

৭.১২.১ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের মানোন্নয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ''এগ্রো-প্রডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল'' প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.১২.২ মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত ''খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষিজ পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক পথনক্সা'' বাস্তবায়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পথনক্সা হালনাগাদ ও বাস্তবায়নে এ লক্ষ্যে একটি Agro-trade Working Group গঠন করা যেতে পারে।

৭.১২.৩ প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৭.১২.৪ প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের টেস্টিং, সার্টিফিকেশন ও এ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা এবং মানসম্পন্ন প্যাকেজিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৭.১৩ **ভেষজ সামগ্রী:**

৭.১৩.১ ভেষজ উদ্ভিদজাত ঔষধ ও সামগ্রী উৎপাদন এবং রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন প্রয়োজনীয় এক্রিডেটেড সার্টিফিকেশন ল্যাবরেটরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.১৩.২ ভেষজ সামগ্রী খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য 'হারবাল প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল' প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৭.১৪ **দেশিয় উপাদানে তৈরি হস্তশিল্প:**

৭.১৪.১ ঢাকাসহ অন্যান্য সকল স্থানে কারুপল্লী স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.১৪.২ হস্তশিল্পজাত পণ্যের কাঁচামাল সহজলভ্য করার জন্য বহুমুখী পাটজাত দ্রব্য বাঁশ, বেত, নারিকেল, তাল, কাঠ ইত্যাদি উপাদানের বাণিজ্যিক উৎপাদন উৎসাহিত করা হবে;

৭.১৪.৩ বহুমুখী পাটজাত দ্রব্য বাঁশ, বেত, কচুরীপানা, নারিকেলের ছোবড়াসহ অন্যান্য দেশিয় উপাদান দ্বারা তৈরি মূল্য সংযোজিত পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হবে;

৭.১৪.৪ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে নতুনত্ব ও বৈচিত্রতা আনয়নের জন্য ডিজাইন বা নক্সা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। একটি নকশা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ব্যবস্থা নেয়া হবে। হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির বিষয়ে বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.১৪.৫ হস্তশিল্পজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা;

৭.১৪.৬ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে হস্ত শিল্পজাত পণ্যের ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে; এবং

৭.১৪.৭ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.১৫ **মৃৎ শিল্প:**

৭.১৫.১ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প উৎপাদন ও রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৭.১৫.২ মৃৎ শিল্প উৎপাদনে নতুনত্ব ও বৈচিত্রময়তা আনায়নের লক্ষ্যে ডিজাইন ও নকশা প্রণয়নে বিসিক সহায়তা প্রদান করবে;

৭.১৫.৩ মৃৎ শিল্প উন্নয়নের জন্য চারুকলা ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মৃৎ শিল্পীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; এবং

৭.১৫.৪ মৃৎশিল্পখাতের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭.১৬ **অন্যান্য খাত:**

৭.১৬.১ স্বর্ণ নীতিমালা-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ মোতাবেক স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণ কয়েন এবং দেশিয় স্বর্ণ পরিশোধনাগারে উৎপাদিত স্বর্ণবার রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৭.১৬.২ রৌপ্যের অলঙ্কার রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে অলঙ্কার সামগ্রীর কাঁচামাল আমদানির সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নসহ এ শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে;

৭.১৬.৩ আমদানিকৃত অমসৃণ হীরা প্রক্রিয়াকরণের পর রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হবে;

৭.১৬.৪ খেলনা ও ইমিটেশনের গহনা উৎপাদন এবং রপ্তানিতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.১৬.৫ রপ্তানিমুখী সিরামিক শিল্পকে অব্যাহত গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে; এবং

৭.১৬.৬ মানসম্মত অর্গানিক উদ্ভিদজাত পণ্যসহ অর্গানিক প্রডাক্টস রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৭.১৬.৭ সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মেরিন রিসোর্স হতে সম্পদ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন। সংশ্লিষ্ট লজিস্টিকস ও পণ্য/কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক ও কর সুবিধা প্রদান। মেরিন রিসোর্স হতে প্রাপ্ত সম্পদ রপ্তানিতে নীতি সহায়তা প্রদান।

## অষ্টম অধ্যায়
## সেবা খাত:

৮.০ সেবা খাত বলতে ডব্লিউটিও (WTO) এর General Agreement on Trade in Services (GATS) এর Mode-1, 2, 3, 4 এর অধীন নিম্নরূপ সেবাসমূহ বুঝাবে—

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম;

২. কনস্ট্রাকশন বিজনেস;

৩. স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত যেমন, হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিং সেবা;

৪. হোটেল ও পর্যটন সংক্রান্ত সেবা;

৫. কনসাল্টিং সার্ভিসেস;

৬. ল্যাবরেটরী টেস্টিং;

৭. ফটোগ্রাফি কার্যক্রম;

৮. টেলিকমিউনিকেশনস্;

৯. পরিবহন ও যোগাযোগ;

১০. ওয়্যারহাউস ও কনটেইনার সার্ভিস;

১১. ব্যাংকিং কার্যক্রম;

১২. লিগ্যাল ও প্রফেশনাল সার্ভিস;

১৩. শিক্ষা সেবা;

১৪. সিকিউরিটি সার্ভিস;

১৫. প্রি-শিপমেন্ট ইনস্পেকশন (পিএসআই);

১৬. আউটসোর্সিং;

১৭. ইন্ডেন্টিং সার্ভিসেস এবং

১৮. ফ্রিল্যান্সিং।

৮.১ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি সমন্বিত ‘প্ল্যান অব এ্যাকশন’ প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৮.২ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পণ্য খাতের পাশাপাশি সেবা খাতের রপ্তানি পরিসংখ্যান প্রণয়ন অব্যাহত রাখবে;

৮.৩ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ পণ্য খাতের পাশাপাশি সেবা খাতে রপ্তানি উন্নয়নের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.৪ সেবাখাতে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক ডব্লিউটিও সার্ভিস ওয়েভারের আওতায় প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ এবং তা আদায় ও বাস্তবায়নে নিগোশিয়েশন ও কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে;

৮.৫ সেবা খাতের বিভিন্ন সেবা রপ্তানি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিএফটিআই ও বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সমীক্ষা পরিচালনা করবে;

৮.৬ ই-কমার্সের মাধ্যমে রপ্তানিকে প্রত্যক্ষ রপ্তানি হিসাবে শনাক্ত করে এ ধরনের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.৭ ভার্চুয়াল মার্কেটে সম্পৃক্ত হতে প্রয়োজনীয় টেকনোলজি, লজিস্টিকস ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

৮.৮ ই-কমার্সের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাপ্য/প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের জন্য একটি স্বতন্ত্র, কার্যকর এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা।

## নবম অধ্যায়

## রপ্তানি উন্নয়নের বিবিধ পদক্ষেপসমূহ

৯.১ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এসআরও নং ১৮-আইন/২০০৮/২১৭৪/শুল্ক, তারিখ ১৩-১-২০০৮ যোগে জারিকৃত ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স (লাইসেন্সিং কার্য পরিচালনা) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্সগণ পরিচালিত হবে;

৯.২ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক, কাষ্টমস, চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ও স্থলবন্দরসমূহের আধুনিকীকরণ ও গতিশীলতা আনয়ন করা হবে;

৯.৩ সকল রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য Express Line নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং শিল্পে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস চার্জ ভর্তুকি সহকারে যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৯.৪ পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, মংলা বন্দরে পর্যাপ্ত কন্টেইনার জাহাজ এবং ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা করা হবে;

৯.৫ কৃষি পণ্য রপ্তানির জন্য বিমানে অতিরিক্ত স্পেস বরাদ্দসহ পৃথক কার্গো বিমানের ব্যবস্থা এবং বিমান ও জাহাজ ভাড়া যুক্তিসংগত হারে হ্রাস করা হবে;

৯.৬ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক প্রয়োজন মাফিক নিয়মিত “Cargo Freighter Service” প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৯.৭ অঞ্চলভিত্তিক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে;

৯.৮ সরকারের বাস্তবায়নাধীন ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি বরাদ্দসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে অগ্রাধিকার প্রদান করার জন্য সুপারিশ করা হবে;

৯.৯ পণ্য পরিবহনে রেল সার্ভিসকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক ভাড়ার হার নির্ধারণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা হবে;

৯.১০ রপ্তানি ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর মহিলা সিআইপি নির্বাচন ও শ্রেষ্ঠ মহিলা উদ্যোক্তাদের রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হবে;

৯.১১ রপ্তানি উন্নয়নের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে;

৯.১২ পণ্য ভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছর একটি পণ্যকে ‘‘প্রডাক্ট অব দি ইয়ার (Product of the year)’’ ঘোষণা অব্যাহত রাখা হবে।

৯.১৩ কাস্টমস আধুনিকায়ন (মর্ডানাইজেশন) এর জন্য গৃহীত প্রকল্প দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন। বন্ড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সহজিকরণ;

৯.১৪ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজিকরণের লক্ষ্যে National Trade Facilitation Committee (NTFC) কর্তৃক সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তর (OGAs) এর সক্ষমতা উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন;

৯.১৫ **মূল্য সংযোজন হার যৌক্তিকীকরণঃ**

৯.১৫.১ একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি সময় সময় তৈরী পোশাকসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য সংযোজন হার নির্ধারণ করবে;

৯.১৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ মেরামত বাবদ প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকের/ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত হয়েছে শর্তে তা সেবাখাতে রপ্তানি আয় হিসেবে পণ্য করা হবে।

৯.১৬ **রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:**

৯.১৬.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ‘রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি’ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশের রপ্তানি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান। ‘রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি’ গঠনে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে;

৯.১৬.২ ‘রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি’ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স কর্তৃক নিয়মিতভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মুল্যায়ন;

৯.১৬.৩ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও শীর্ষ ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) এর সভাপতিত্বে ‘রপ্তানি নীতি মনিটরিং কমিটি’ গঠন এবং কমিটি বছরে কমপক্ষে ২টি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করবে।

**পরিশিষ্ট-১**

**রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা**

১০.১ (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (যথাঃ ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, লুব্রিক্যান্ট অয়েল, বিটুমিন, কনডেনসেট, এমটিটি ও এমএস) ব্যতিরেকে সকল পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য। তবে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক তাদের হিসাবের পেট্রোলিয়াম ও এলএনজি রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

(খ) রপ্তানি নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্য ব্যতীত ব্যক্তিগত মালামালের অতিরিক্ত হিসেবে বাংলাদেশে তৈরী ২০০ (দুই শত) মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য কোন যাত্রী বিদেশে যাওয়ার সময় একোম্প্যানিড ব্যাগেজে সংগে নিতে পারবেন। এরূপে বিদেশে নেয়া পণ্যের বিপরীতে শুল্ক কর প্রত্যর্পণ/ সমন্বয়, ভর্তুকি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে না।

১০.২ পাটবীজ ও শনবীজ।

১০.৩ চাল (সরকার হতে সরকার পর্যায়ে চাল এবং সুগন্ধি চাল ব্যতীত)।

১০.৪ ২০১২ সালের বণ্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ২৯ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি—

(ক) বহির্গমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোন পথে;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং

(গ) লাইসেন্স ব্যতীত—

কোনো বণ্যপ্রাণী বা তার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা তার অংশ বা তা হতে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি বা পুনঃরপ্তানি করতে পারবেন না।

১০.৫ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

১০.৬ তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

১০.৭ পুরাতাত্ত্বিক দুর্লভ বস্তু।

১০.৮ মনুষ্য কঙ্কাল অথবা মনুষ্য অথবা মনুষ্য রক্ত দ্বারা উৎপাদিত অন্য কোন সামগ্রী।

১০.৯ সকল প্রকার ডাল (প্রক্রিয়াজাত ডাল ব্যতীত)।

১০.১০ চিল্ড, হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত অন্যান্য চিংড়ি।

১০.১১ পেঁয়াজ, রসুন ও আদা।

১০.১২ (ক) সকল প্রকার প্রক্রিয়াকৃত ৬১/৭০ কাউন্ট/পাউন্ড এর চেয়ে ছোট আকারের গলদা চিংড়ি (Macrobrachium rosenbergii);

(খ) ৭১/৯০ কাউন্ট/পাউন্ড এর চেয়ে ছোট আকারের বাগদা চিংড়ি (Penaeus monodon)।

(গ) i. ১০০/২০০ কাউন্ট/পাউন্ড এর চেয়ে ছোট আকারের হরিণা বা খড়খড়ে বা ব্রাউন (Metapenaeus Monoceros) সাগা বা ইয়োলো (Metapenaeus brevicornis) চাকা বা হোয়াইট (Fenneropenaeus indicus) চিংড়ি;

ii. PUD, cooked ব্যতীত সকল প্রকার প্রকিয়াকৃত ১০০/২০০ কাউন্ট/পাউন্ড PUD, cooked ৩০০/৫০০ কাউন্ট/পাউন্ড এর চেয়ে ছোট আকারের বাগতারা বা ক্যাট টাইগার বা রেইনবো (Parapenaeopsis sculptilis) ও চামনা বা রেড টাইগার বা কিড্ডি বা কোরোমান্ডেল (Parapenaeopsis stylifera) চিংড়ি।

১০.১৩ বেত, কাঠ ও কাঠের গুড়ি/স্থূল কাষ্ঠ খন্ড (এই সব দ্বারা প্রস্তুতকৃত হস্তশিল্প সামগ্রী ব্যতীত)। তবে বনশিল্প কর্পোরেশন এর রাবার কাঠ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত ফার্নিচার শিল্পের উপাদান হিসেবে রপ্তানি করা যাবে যা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত ফার্নিচার শিল্পসমূহকে বর্ণিত কাঠ দিয়ে প্রস্তুতকৃত ফার্নিচার রপ্তানির হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

১০.১৪ সকল প্রজাতির ব্যাঙ (জীবিত অথবা মৃত) ও ব্যাঙের পা।

## পরিশিষ্ট-২

## শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি পণ্য তালিকা

১১.১ সয়াবিন তেল, পাম অয়েল।

১১.২ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার-কাফকো ব্যতীত অন্যান্য ফ্যাক্টরীগুলিতে প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া ফার্টিলাইজার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাবে।

১১.৩ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, গান, নাটক, ছায়াছবি, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ফর্মে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে।

১১.৪ প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (যথাঃ—ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, বিটুমিন, কনডেনসেট, এমটিটি ও এমএস) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে। তবে কোন প্রকার শর্ত ব্যতিরেকে লুব্রিকেটিং ওয়েল রপ্তানি করা যাবে এবং এ ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে রপ্তানির পরিমাণ বিষয়ক তথ্য অবগত করতে হবে।

১১.৫ রাসায়নিক অস্ত্র (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ২০০৬ এর তফসিল ১, ২ ও ৩ এ বর্ণিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি উক্ত আইনের ৯ ধারার বিধান মোতাবেক রপ্তানি নিষিদ্ধ বা রপ্তানিযোগ্য হবে।

১১.৬ চিনি।

১১.৭ ইলিশ মাছ।

১১.৮ সুগন্ধি চাল।

১১.৯ মোটা দানার মুগ ডাল।

১১.১০ গবেষণার উদ্দেশ্যে রক্তের প্লাজমা।

১১.১১ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যক্তিগত বা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত খামারে উৎপাদিত কুমিরের কাঁচা চামড়া ও মাংস পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি/অনাপত্তির ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানির অনুমতি প্রদান করবে

১১.১২ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত ব্যটারি রি-সাইক্লিং প্লান্ট হতে উৎপাদিত Re-melted Lead রপ্তানিযোগ্য হবে।

১১.১৩ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রন) বিধিমালা, ২০০৪ ও পরবর্তী সংশোধনসমূহ অনুসরণ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে রিকভারী, রিক্লেইমিং বা রিসাইক্লিংকৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রপ্তানিযোগ্য হবে।

১১.১৪ বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত চামড়া ইটিপির মাধ্যমে তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিবেশবান্ধব উপায়ে প্রক্রিয়াকরণকরত: পুন:রপ্তানি করা যাবে।

১১.১৫ বালু।

১১. ১৬ কাঁচা, ওয়েট-ব্লু চামড়া কেস-টু-কেস ভিত্তিতে রপ্তানিযোগ্য।

১১.১৭ কাঁচাপাট।

**প্রস্তাবিত রপ্তানি নীতি ২০২১—২০২৪ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা:**

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| **বাস্তবায়ন কৌশল** | | | | |
| ১. | রপ্তানি বাণিজ্যের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে রপ্তানি সহায়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন এবং চেম্বারের সাথে কার্যকর যোগসূত্রস্থাপন এবং খাতভিত্তিক সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তায়নে সুনির্দিষ্ট, কার্যকর এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (অনু: ২.৩.১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, এফবিসিসিআই এবং সংশিল্প চেম্বার ও এসোসিয়েশনসমূহ |
| ২. | রপ্তানি উন্নয়ন ও সহজিকরণে রপ্তানি সহায়ক সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সংক্রান্ত সক্ষমতা বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ২.৩.২); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই এবং সংশিল্প চেম্বার ও এসোসিয়েশনসমূহ | ইপিবি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন. বাংলাশে ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, চা বোর্ড, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ |
| ৩. | পণ্যভিত্তিক এবং সেবাভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের কার্যক্রম গতিশীল ও যুগোপযোগিকরণ (অনু: ২.৩.৩); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, খাত সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন |
| ৪. | বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি জোরদার ও যুগোপযোগিকরণ (অনু: ২.৩.৪); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বেজা , বিডা, বেপজা |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| | | **বাস্তবায়ন কৌশল** | | |
| ৫. | ব্যবসার ব্যয় এবং লীড টাইম কমিয়ে রপ্তানিকে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে অটোমেশন, ই-কমার্স ও ই-গর্ভানেন্স এর ব্যবহার এবং বন্দর ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো, ট্রেড লজিস্টিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পণ্য খালাস পদ্ধতি সহজীকরণ (অনু: ২.৩.৫); | ২০২১-জুন/২০২৪ | সিসিআইএন্ডই, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসটিআই, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বেজা, বিডা, বেপজা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় |
| ৬. | রপ্তানি বাজারসমূহের কমপ্লায়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ও প্রযুক্তি, সার্টিফিকেশন এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত তথ্য, ডকুমেন্টস ও আইনগত চাহিদা, শুল্ক-অশুল্ক কাঠামো, সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তৎসম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশি রপ্তানিকারক, বণিক সমিতি, ব্যবসায়ী সংগঠন-কে সরবরাহ করা (অনু: ২.৩.৬); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, | ইপিবি, বিএফটিআই, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বিপিসি |
| ৭. | রপ্তানি খাতে উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিক, কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কাঙ্খিত দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে MoU সম্পাদন /Collaboration Program গ্রহণ (অনু: ২.৩.৭); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন | বিটাক, বিশ্ব বিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন ইন্সটিটিউট, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| **বাস্তবায়ন কৌশল** | | | | |
| ৮. | পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান করা (অনু: ২.৩.৬); | ২০২১-জুন/২০২৪ | শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় |
| ৯. | শ্রমিকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তা, অধিকার সুরক্ষাসহ জীবন মানের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ২.৩.৯); | ২০২১-জুন/২০২৪ | শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বেজা, বিডা, বেপজা | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় |
| ১০. | পণ্যের ডিজাইন, ফ্যাশন ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বেসরকারি খাতে পণ্য/খাতভিত্তিক ইন্সটিটিউট স্থাপনে উৎসাহিত করা (অনু: ২.৩.১০); | ২০২১-জুন/২০২৪ | শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন ইন্সটিটিউট, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার |
| ১১. | আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত বাণিজ্যিক/ব্যবসায়িক সুভাস/সুরীতি (Good practice/ Ethical Business) অনুসরণে উৎসাহিত করা (অনু: ২.৩.১১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার |
| ১২ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহায়তা করার লক্ষ্যে জাতীয় একক বাতায়ন (National Single Window) সেবা প্রবর্তনের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্নকরণ (অনু: ২.৩.১২); | ২০২১-জুন/২০২৪ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সিসিআইএন্ডই, আরজেএসসি |
| ১৩. | রপ্তানিকারকদেরকে Green ও Organic পণ্য উৎপাদনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা (অনু: ২.৩.১৩); | ২০২১-জুন/২০২৪ | শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন, ও চেম্বার |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| **বাস্তবায়ন কৌশল** | | | | |
| ১৪. | ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য বিশেষ সহায়তা তহবিল গঠন। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ২.৩.১৪); | ২০২১-জুন/২০২৪ | এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিটাক, বাংলাদেশ কম্পিটিশন কমিশন | শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ |
| ১৫. | অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুদ হার এবং সহজ শর্তে রপ্তানি ঋণ প্রদানসহ রপ্তানিকারকদেরকে বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা (Incentive) প্রদান করা (অনু: ২.৩.১৫); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি |
| ১৬. | পণ্য পরিচিতি ও নতুন বাজার অন্বেষণে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক মেলায় কার্যকরভাবে যোগদান, বাণিজ্য প্রতিনিধি বিনিময়, বিদেশি বাণিজ্য সংগঠন ও চেম্বারের সাথে সমঝোতা স্মারক (অনু: ২.৩.১৬); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, দূতাবাসসমূহ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার |
| ১৭. | যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা আদায় এবং বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধাসমূহের কার্যকর সদ্ব্যবহার (অনু: ২.৩.১৭); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার |
| ১৮. | রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ (অনু: ২.৩.১৮); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| | | **বাস্তবায়ন কৌশল** | | |
| ১৯. | প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকদেরকে সিআইপি মর্যাদা ও জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান। নারী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং সেবাখাত-কে এর অন্তর্ভুক্ত করা (অনু: ২.৩.১৯); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, জননিরাপত্তা বিভাগ |
| ২০. | দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেগোশিয়েশন সক্ষমতা উন্নয়ন (অনু: ২.৩.২০); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ইপিবি | অর্থ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ২১. | বাংলাদেশের পণ্যের ব্র্যান্ডিং এবং উচ্চ মূল্য সংযোজিত রপ্তানি পণ্য উৎপাদন (অনু: ২.৩.২১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইপিবি, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ২২. | অধিকতর বাণিজ্যবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং রপ্তানি বাণিজ্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিং সার্ভিসকে উৎসাহিত করা (অনু: ২.৩.২২); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় |
| ২৩. | ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প তথা আমদানি কাঁচামালের প্রতিযোগী কাঁচামাল উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, বন্ডেড ওয়্যারহাউস নিবন্ধিত হোক বা না হোক, তাদের উৎপাদিত উপকরণ নগদে বা এলসির মাধ্যমে বা ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ (অনু: ২.৩.২৩); | ২০২১-জুন/২০২৪ | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি), ইপিবি, শিল্প মন্ত্রণালয় ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| | | **বাস্তবায়ন কৌশল** | | |
| ২৪. | রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ফরওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করা (অনু: ২.৩.২৫); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় | ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ২৫. | রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরি পোশাক খাত (RMG) এ প্রদত্ত নীতি সুবিধাসমূহ Non-RMG খাতের অনুকূলে প্রদানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ২.৩.২৭); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | শিল্প মন্ত্রণালয়. ডেডো, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ২৬. | ICT সার্ভিসেস, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, BPO, ট্যুরিজম এবং ফ্রিল্যান্সিং খাতসহ রপ্তানি নীতি উল্লিখিত সেবা খাতসমূহে নীতি সুবিধা প্রদান (অনু: ২.৩.২৯); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইপিবি ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ২৭. | স্বল্পোন্নত দেশ হতে ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশের স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা হারানো/সীমিত হয়ে আসার বাস্তবতাকে সামনে রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করা (অনু: ২.৩.৩০); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ২৮. | রপ্তানি প্রণোদনা/ভর্তুকি ও অন্যান্য ইনসেনটিভসমূহ-কে ডব্লিউটিও সমর্থিত নীতি সুবিধায় পরিবর্তিতকরণ (অনু: ২.৩.৩১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বিএফটিআই | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| **বাস্তবায়ন কৌশল** | | | | |
| ২৯. | হালাল সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য সনদপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ গঠন/সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (অনু: ২.৩.৩২); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বিএসটিআই. শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি ও মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৩০. | চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) এর চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে দেশের প্রযুক্তির আধুনিকায়ন এবং সহায়ক দক্ষতা তৈরিতে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ২.৩.৩৩); | ২০২১-জুন/২০২৪ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শিল্প মন্ত্রণালয়, বেজা, বেপজা | বাংলাদেশ ব্যাংক, এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৩১. | নারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী শিল্পের সাথে কার্যকর সংযোগ ঘটানো, তথ্য-প্রযুক্তি এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন, ই-কমার্সে অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রদান, সহজ শর্তে স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে বিশেষ ও অগ্রাধিকারমূলক ঋণ সুবিধা প্রদান (অনু: ২.৩.৩৪); | ২০২১-জুন/২০২৪ | শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার, উইমেন চেম্বারসমূহ |
| ৩২. | গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে দৃঢ় অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে Intermediate goods উৎপাদন ও রপ্তানিতে নীতি সুবিধা প্রদান (অনু: ২.৩.৩৫); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বিটাক, বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বেজা, বেপজা | শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৩৩. | রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়নের নীতি-কৌশল গ্রহণে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ। এ ধরনের উৎপাদন ও রপ্তানিকে উৎসাহিতকরণ করা হবে (অনু: ২.৩.৩৬); | ২০২১-জুন/২০২৪ | শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৩৪. | অনলাইন প্লাটফর্ম ও ভার্চুয়াল মার্কেটপ্লেস তৈরিতে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান (অনু: ২.৩.৩৭); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ইপিবি, এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৩৬. | রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময়ে সময়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (অনু: ২.৩.৩৮); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সিসিআইএন্ডই, বিটিটিসি, বিএফটিআই এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা | অর্থ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, এফবিসিসিআই, শিল্প ও বাণিজ্য চেম্বার এবং এসোসিয়েশন |
| | | **রপ্তানি বহুমুখীকরণ** | | |
| ৩৭. | পণ্য ও সেবাখাত ভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন, সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং বিশেষ উন্নয়নমূলক পণ্য ও সেবাখাত চিহ্নিতকরণ (অনু: ৫.৩, ৫.৪, ৫.৬, ৫.৭) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৩৮. | সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতসমূহকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান (অনু: ৫.৫) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৩৯. | পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে অন্তঃখাত প্রকল্প গ্রহণ (অনু: ৫.৮) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থবিভাগ, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৪০. | "এক জেলা এক পণ্য"/কৃষিভিত্তিক সম্ভবনার বিচারে নির্বাচিত এলাকা ভিত্তিক কর্মসূচী জোরদারকরণ (অনু: ৫.৮.২) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, | ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার, জেলা চেম্বার |
| | **রপ্তানির সাধারণ সুযোগ- সুবিধা (ষষ্ঠ অধ্যায়)** | | | |
| ৪১. | রপ্তানিকারক রপ্তানি আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাদের রিটেনশন কোটায় (Exporters Retention Quota) বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখতে পারেন, যার পরিমাণ সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করবে (অনু: ৬.১) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থবিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৪২. | **রপ্তানি উৎসাহিতকরণ তহবিল (এক্সপোর্ট প্রমোশন ফান্ড) পরিচালন** (অনু: ৬.২) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, অর্থ বিভাগ | ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| | **অন্যান্য আর্থিক সুবিধা (অনু: ৬.৩)** | | | |
| ৪৩. | রপ্তানিকারকদের নগদ সহায়তার পরিবর্তে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ইত্যাদি সার্ভিস খাতে প্রদেয় অর্থ রেয়াতি হারে পরিশোধের সুযোগ প্রদান (অনু: ৬.৩.১) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৪৪. | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া (অনু: ৬.৩.২) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৪৫. | WTO এর বিধানের সাথে সংগতি রেখে রপ্তানি সম্ভাবনাময় নতুন পণ্যসমূহের উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলক করার নিমিত্ত নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। বর্তমানে প্রদেয় নগদ সহায়তা পণ্যওয়্যারী পর্যালোচনাপূর্বক সংযোজন, বিয়োজন ও যৌক্তিকিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (অনু: ৬.৩.৩) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৪৬. | বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে (অনু: ৬.৩.৪) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| **রপ্তানির অর্থ সংস্থান (অনু: ৬.৪)** | | | | |
| ৪৭. | [Export Promotion Fund (EPF) বা Export Development Fund (EDF) থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান। EDF এর অর্থ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধিসহ সকল রপ্তানি পণ্যের অনুকূলে এই ফান্ড বরাদ্দকরণ (অনু: ৬.৪.১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৪৮. | সকল রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক/ ইউজেন্স ঋণপত্র খোলার সুবিধা প্রদান করা হবে (অনু: ৬.৪.২); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৪৯. | রপ্তানি উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে স্বল্প সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে (অনু: ৬.৪.৩); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৫০. | সকল রপ্তানিমুখী শিল্পখাত, আংশিক রপ্তানি খাত, প্রচ্ছন্ন রপ্তানি খাত এবং রপ্তানি খাতের ব্যাংকওয়ার্ড লিংকেজ এর আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে Technology Development Fund/Technology Up gradation Fund (TDF/TUF) ফান্ড হতে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান (অনু: ৬.৪.৪); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার, |
| ৫১. | সকল রপ্তানি শিল্প,রপ্তানি খাতের ব্যাংকওয়ার্ড লিংকেজ এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানি খাত এর অনুকূলে গ্রীণ ফান্ড হতে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান (অনু: ৬.৪.৫); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার, |
| ৫২. | **রপ্তানি ঋণ (অনু: ৬.৫)** এ অনুচ্ছেদের অধীন ৬.৫.১ হতে ৬.৫.১২ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৫৩. | **রেয়াতি বীমা প্রিমিয়াম :** তৈরী পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতি হারে অগ্নি ও নৌ বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণসহ তা সহজে দেয়ার ব্যবস্থাকরণ (অনু: ৬.৬) | ২০২১-জুন/২০২৪ | আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৫৪. | নতুন শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান (অনু: ৬.৭, ৬.৭.১, ৬.৭.২) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ইপিবি, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৫৫. | **রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা:**<br>রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিবেচিত সকল শিল্প এবং কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর ১৩ ধারা মতে সকল বেসরকারি খাতে বিশেষ করে রপ্তানিমুখী খাতের পাশাপাশি অধিক সম্ভাবনাময় আংশিক রপ্তানি খাতে First Track Basis এ শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শূল্ক বন্ড সুবিধা প্রদান (অনু: ৬.৮, ৬.৮.১, ৬.৮.২) | ২০২১-জুন/২০২২ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৫৬. | শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাত, পোশাক এবং গার্মেন্টস এক্সেসরিজের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা প্রদান (অনু: ৬.৯) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৫৭. | রপ্তানি সহায়ক সার্ভিসের ওপর ভ্যাট প্রত্যর্পণ সহজীকরণ (অনু: ৬.১০): | ২০২১-জুন/২০২৪ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ডেডো | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৫৮. | রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধা (অনু: ৬.১১):<br>এ অনুচ্ছেদের অধীন ৬.১১.১ হতে ৬.১১.৭ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান; | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৫৯. | আকাশপথে শাক-সব্জিসহ প্লান্ট, ফল-মূল, ফুল ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান (অনু: ৬.১২):<br><br>এ অনুচ্ছেদের অধীন ৬.১২.১ হতে ৬.১২.৫ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান; | ২০২১-জুন/২০২৪ | বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বেবিচক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি:, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৬০. | রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশি এয়ার-লাইন্স-এর কার্গো সার্ভিস সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য রয়্যালটি প্রত্যাহার (অনু: ৬.১৩): | ২০২১-জুন/২০২৪ | বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বেবিচক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি:, | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৬১. | রপ্তানিমুখী ছোট ও মাঝারী খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান (অনু: ৬.১৪): | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সিসিআইএন্ডই শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৬২. | গবেষণা এবং উন্নয়ন (অনু: ৬.১৫): | ২০২১-জুন/২০২৪ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৬৩. | মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা ও প্রাসংগিক সহায়তা প্রদান (অনু: ৬.১৭): | ২০২১-জুন/২০২৪ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | সুরক্ষা সেবা বিভাগ |
| ৬৪. | বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ (অনু: ৬.১৮): | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বিএফটিআই, ডব্লিউটিও সেল | বিশ্ব বিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৬৫. | বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক দেশীয় প্রদর্শনী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে এবং বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান (অনু: ৬.১৯): | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৬৬. | রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ঢাকার পূর্বাচলে নির্মিত স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্স এ মেলা আয়োজনে নতুন পণ্য, নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা প্রদান (অনু: ৬.২০.১): | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৬৭. | বাজার অনুসন্ধান ও বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণ এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিদেশি ব্যবসায়ীদের যোগসূত্র স্থাপনে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে সহায়তা প্রদান (অনু: ৬.২০.১): | ২০২১- জুন/২০২৪ | চট্টগ্রাম চেম্বার | সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৬৮. | বিদেশি ক্রেতাদের সমাগম ও তাদের নিকট রপ্তানি পণ্যের পরিচিতি বাড়ানোসহ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দেশে আন্তর্জাতিক মানের সাধারণ এবং পণ্যভিত্তিক মেলা আয়োজন (অনু: ৬.২১.১); | ২০২১- জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৬৯. | পণ্য জাহাজীকরণ/পরিবহন ব্যবস্থা সহজিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। কেউ বিমান চার্টার করতে চাইলে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান (অনু: ৬.২২.১,); | ২০২১- জুন/২০২৪ | নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, শিপিং কর্পোরেশন, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৭০. | আমদানি ও রপ্তানি পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে শুল্কায়ন সম্পর্কিত সেবাসমূহ দ্রুততর করার নিমিত্ত ওয়ান-স্টপ-ব্যবস্থাসহ অটোমেশন ও আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার (অনু: ৬.২২.২); | ২০২১- ২০২২ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্থল ও সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ | সিসিআইএন্ডই, সিএন্ডএফ, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৭১. | সমুদ্রপথে পণ্য রপ্তানির জন্য জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ পরিপালন (অনু: ৬.২২.৩) | ২০২১- জুন/২০২৪ | নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, শিপিং কর্পোরেশন, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ | সিএন্ডএফ, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৭২. | **সরাসরি বিমান-বুকিং ব্যবস্থা:** দেশের উত্তরাঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের টাটকা শাক-সব্জি ও অন্যান্য পঁচনশীল পণ্য সহজে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখার সুবিধার্থে রাজশাহী ও সৈয়দপুরসহ সংশ্লিষ্ট সকল অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর থেকে ঐ সকল পণ্যের সরাসরি বুকিং সুবিধা অব্যাহত থাকবে (অনু: ৬.২৩.১) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বিমান বাংলাদেশ এয়ালাইনস লি: | সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৭৩. | **অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান:** কম্পোজিট নিট/হোসিয়ারী বস্ত্র ও পোশাক প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলোকে অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহিত প্রদান করা হবে। এছাড়া অন্যান্য শিল্পকেও অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান (অনু: ৬.২৪.১) | ২০২১-জুন/২০২৪ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ | শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ, বিকেএইএ, বিটিএমএ, বাংলাদেশ টেরিটাওয়েল এন্ড লিলেন এক্সপোর্টাস এন্ড ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন (বিটিটিএলএমইএ), সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৭৪. | **ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) স্থাপন:** রপ্তানিকারকগণ যাতে সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন সেজন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ট্রেড ইনফরমেশন সেন্টার (টিআইসি) কে আরও জোরদার ও আধুনিকীকরণ (অনু: ৬.২৫.১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | ইপিবি | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৭৫. | প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান (অনু: ৬.২৬.১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৭৬. | প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকগণের মাধ্যমে অর্জিত রপ্তানি আয় পৃথকভাবে প্রদর্শন (অনু: ৬.২৬.১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| **বিবিধ (অনু: ৬.২৭)** | | | | |
| ৭৭. | রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ (অনু: ৬.২৭.৫); | ২০২১-জুন/২০২৪ | ইপিবি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক | এফবিসিসিআই, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি), সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৭৮. | Anti-dumping issue তে Cost Accounting Standard নিশ্চিত করা (অনু: ৬.২৭.৬); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৭৯. | পণ্য ও সেবা খাতভিত্তিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউট/কাউন্সিল স্থাপন। বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন কোর্সে রপ্তানি পণ্য ও সেবা খাত উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থাকরণ (অনু: ৬.২৭.৭); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বেসিস, BACCO |
| ৮০. | বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে রপ্তানিকারক কর্তৃক বিদেশে এজেন্সী নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে (অনু: ৬.২৭.৮); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৮১. | ডব্লিউটিও-এর নীতিমালায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত সুবিধা চিহ্নিতকরণ এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে (অনু: ৬.২৭.৯); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, ডব্লিউটিও সেল, বিএফটিআই | শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৮২. | রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে গুণগতমান অর্জনের জন্য আইএসও ৯০০০ এবং পরিবেশগত বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত আইএসও ১৪০০০, খাদ্য নিরাপত্তা (FSMS) সংক্রান্ত আইএসও ২২,০০০ এবং জ্বালানী ও শক্তি সংক্রান্ত আইএসও ৫০০১ অর্জনে উৎসাহ প্রদান (অনু: ৬.২৭.১০); | ২০২১-জুন/২০২৪ | শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বিএবি, | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৮৩. | আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত এলসি ও ইএক্সপি ফরমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুসৃত হারমোনাইজড কোড ব্যবহারের লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্যের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা সম্বলিত কোড ব্যবহার নিশ্চিতকরণ (অনু: ৬.২৭.১১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক | সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৮৪. | আর্থিক ও রাজস্ব সুযোগ-সুবিধাগুলি সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ (অনু: ৬.২৭.১২); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৮৫. | জাতীয় ট্রেড পোর্টালের আওতায় একটি ডাটাব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা (অনু: ৬.২৭.১৬); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি | সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
| **রপ্তানি সহজিকরণ সংক্রান্ত (Ease of Doing Business):** | | | | |
| ৮৬ | রপ্তানি নির্ভর শিল্প খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে নীতি সহায়তা প্রদান এবং Ease of Doing Business এর আলোকে বিনিয়োগ পরিবেশ সংস্কার (অনু: ২.৩.২৪); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সিসিআইএন্ডই, আরজেএসসি | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিডা, বেজা বেপজা, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, শিপিং কর্পোরেশন, সিএন্ডএফ |
| ৮৭ | রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল, ফেব্রিক্স, স্যাম্পল আমদানি/প্রেরণের জন্য পোর্টে/বিমানবন্দরে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ/পৃথক উইন্ডো স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্নকরণ (অনু: ৬.২৭.১); | ২০২১-জুন/২০২৪ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্থল বন্দর ও সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সিএন্ডএফ, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ |
| ৮৮. | ঢাকা শহরের বাইরে উপযুক্ত কোনো জায়গায় একটি আধুনিক আইসিডি নির্মাণের ব্যবস্থাকরণ (অনু: ৬.২৭.২); | ২০২১-জুন/২০২৪ | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৮৯ | চট্রগ্রামের বন্দরের জেটি সম্প্রসারণ, New Mooring Container Terminal (NCT) এ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনপূর্বক অবকাঠামোগত উন্নয়ন (বিশেষত: পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্রেন সুবিধা) (অনু: ৬.২৭.৩); | ২০২১-জুন/২০২৪ | নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ | অর্থ বিভাগ, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ |
| ৯০ | বিদেশে বিশেষ ধরণের ওয়্যার হাউস স্থাপনসহ ট্রেডিং হাউস, এক্সপোর্ট হাউস, বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন উৎসাহিতকরণ | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি |
| ৯১ | কমলাপুর আইসিডি’র এবং পানগাঁও আইসিটির মাধ্যমে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় দিনের বেলায় কাভার্ড ভ্যান চলাচলের সুযোগ প্রদান (অনু: ৬.২৭.৪); | ২০২১-জুন/২০২৪ | জন নিরাপত্তা বিভাগ, বিআরটিএ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৯২ | এগ্রো এগ্রো প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেস্‌ড পণ্যসমূহের রপ্তানির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ-পথ, রেলপথ ও সড়ক পথে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা (অনু: ৬.২৭.৫); | ২০২১-জুন/২০২৪ | রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, জন নিরাপত্তা বিভাগ, বিআরটিএ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাপা, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন |
| ৯৩ | কমলাপুর আইসিডি’র এবং পানগাঁও আইসিটির মাধ্যমে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় দিনের বেলায় কাভার্ড ভ্যান চলাচলের সুযোগ প্রদান (অনু: ৬.২৭.১৩); | ২০২১-জুন/২০২৪ | জন নিরাপত্তা বিভাগ, বিআরটিএ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৯৪ | এগ্রো এগ্রো প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেস্‌ড পণ্যসমূহের রপ্তানির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ-পথ, রেলপথ ও সড়ক পথে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা (অনু: ৬.২৭.১৪); | ২০২১-জুন/২০২৪ | রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, জন নিরাপত্তা বিভাগ, বিআরটিএ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাপা, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন |

| ক্রম | কার্যাবলী | বাস্তবায়নকাল | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন সহযোগী |
|---|---|---|---|---|
| ৯৫ | রপ্তানি বাণিজ্যে লীড টাইম হ্রাস এবং ব্যবসা সহজিকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত রপ্তানি খাতসমূহের যে সকল এসোসিয়েশনের সক্ষমতা রয়েছে তাদের অনুকূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে Utilization Declaration (UD) জারির অনুমতি প্রদান (অনু: ৬.২৭.১৫); | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ডেডো | সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৯৬. | বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদান এবং শিল্পে নতুন উদ্যোক্তাদের আগমন উৎসাহিতকরণের জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ Exit Policy প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ৬.২৭.১৬) | ২০২১-জুন/২০২৪ | অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক | সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |
| ৯৭. | রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামালের সহজলভ্যতা বজায় রাখা এবং সাপ্লাই চেইন নির্বিঘ্নকরণের লক্ষ্যে খাতভিত্তিক সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউজ স্থাপনের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ৬.২৭.১৭) | ২০২১-জুন/২০২৪ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বন্ড কমিশনারেট | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার |

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd